ক্লাসিক অ্যাডভেঞ্চার

ওজের যাদুকর

দ্য ওয়ান্ডারফুল উইজার্ড অব ওজ

এল. ফ্র্যাঙ্ক বম

ক্যাটালগ পাবলিকেশনস

দ্য ওয়ান্ডারফুল উইজার্ড অব ওজ

(*The Wonderful Wizard of Oz*)

এল. ফ্র্যাঙ্ক বম

(L. Frank Baum)

📌 **প্রথম প্রকাশ:** ১৭ মে, ১৯০০

🌎 **প্রথম প্রকাশনার দেশ:** যুক্তরাষ্ট্র (United States)

🏛️ **প্রথম মূল প্রকাশক:** জর্জ এম. হিল কোম্পানি (শিকাগো)

ক

অনুবাদ ও পরিবেশনা: ক্যাটালগ

www.catalog.com.bd

এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত 'দ্য ওয়ান্ডারফুল উইজার্ড অব ওজ' থেকে

দ্য ওয়ান্ডারফুল উইজার্ড অব ওজ

(*The Wonderful Wizard of Oz*)

অনুবাদ ও পরিবেশনা: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১: ঘূর্ণিঝড় (The Cyclone)

ডরথি নামে ছোট্ট একটি মেয়ে ক্যানসাসের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে একটি ছোট কাঠের বাড়িতে তার কাকা হেনরি এবং কাকিমা এম-এর সাথে বাস করত। কাকা হেনরি ছিলেন একজন কৃষক, আর কাকিমা এম ঘরের সব কাজকর্ম সামলাতেন। যে ঘরটিতে তারা থাকত, সেটির দেয়াল এবং ছাদ কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল। বাড়িটিতে কেবল একটাই ঘর ছিল, আর সেই ঘরের কোণায় রান্নার চুলা, থালা-বাসন রাখার আলমারি, কাকা-কাকিমার জন্য একটি ছোট বিছানা এবং ডরথির জন্য অন্য কোণায় আরেকটি পুতুল-বিছানা পাতা থাকত।

বাড়িতে কোনো চিলেকোঠা কিংবা কোনো বেসমেন্ট বা মাটির নিচের ঘর ছিল না। কেবল মেঝের মাঝে একটি ছোট ঢাকনা দেওয়া গর্ত ছিল, যাকে বলা হতো 'সাইক্লোন সেলার' বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। হঠাৎ যদি কখনো কালবৈশাখী বা ভয়ংকর কোনো ঘূর্ণিঝড় বয়ে যেত, যার বাতাসে চারপাশের বাড়িঘর চুরমার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত—তখন পরিবারের সবাই সেই গর্তে নেমে প্রাণ বাঁচাত। মেঝের ঢাকনাটা তুলে নিচে একটি মই দিয়ে নেমে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালে ডরথি দেখতে পেত কেবলই ধূসর ও রুক্ষ এক বিশাল প্রান্তর। সেখানে একটিও গাছ কিংবা বাড়িঘরের চিহ্ন ছিল না; চারদিকের দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা জমি সূর্যের খরতাপে শুকিয়ে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। যে ঘাসগুলো একসময় সবুজ ছিল, সেগুলো সূর্যের তাপে বিবর্ণ হয়ে একদম ধূসর বর্ণ ধারণ করেছিল। এমনকি

বাড়ির কাঠের তক্তাগুলোও রোদ আর বৃষ্টির দাপটে রং হারিয়ে ধূসর হয়ে গিয়েছিল।

কাকিমা এম যখন প্রথম এই নির্জন প্রান্তরে এসেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন এক চঞ্চল ও সুন্দরী তরুণী। কিন্তু এই পরিবেশ, কড়া রোদ আর একাকী জীবন তাঁর চোখের জ্যোতি ও ঠোঁটের হাসি কেড়ে নিয়েছিল। তিনি এখন সব সময় চিন্তিত থাকতেন, কদাচিৎ তাঁর মুখে হাসি দেখা যেত। যখনই ছোট ডরথি কোনো আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠত, কাকিমা এম অবাক হয়ে বুক চেপে ধরে তাকাতেন—যেন এই নির্জন ধূসর দুনিয়ায় কোনো শিশুর হাসিটা একেবারেই বেমানান।

কাকা হেনরি কখনো হাসতেন না। তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং কাজের বাইরে খুব কমই কথা বলতেন। তাঁর মাথার চুল থেকে শুরু করে গায়ের পোশাক এবং বুট জুতো পর্যন্ত সব কিছুই ছিল ধূসর আর ধূলিমলিন।

তবে ডরথিকে এই ধূসর নিস্তব্ধতার মধ্যে একাকী হতে দেয়নি তার এক বিশ্বস্ত সঙ্গী—টো টো (Toto)। টো টো ছিল একটি ছোট্ট কালো রঙের কুকুর। তার গায়ের পশম ছিল রেশমের মতো নরম, আর দুটো কালো গোল চোখ সব সময় বুদ্ধিমত্তায় জ্বলজ্বল করত। টো টো সারাদিন ডরথির সাথে দৌড়াদৌড়ি করত, খেলাধুলা করত এবং ডরথি তাকে খুব ভালোবাসত।

কিন্তু সেদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। কাকা হেনরি ও ডরথি দরজায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। চারপাশের আকাশ খুব দ্রুত গাঢ় ধূসর রঙে ঢেকে যাচ্ছিল। বাতাস থেকে এক অদ্ভুত ঠাণ্ডা ও ভারী অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ—উভয় দিক থেকে আসা বাতাস একত্রিত হয়ে গর্জন করছিল।

হঠাৎ কাকা হেনরি চিল চিৎকার করে উঠলেন, "এম! সাইক্লোন আসছে! দ্রুত নিচে নামো!"

কাকিমা এম তৎক্ষণাৎ ঘরের মেঝের ঢাকনা খুলে নিচে গর্তের ভেতর নেমে গেলেন। ডরথিও দৌড়ে ঘরের দিকে গেল, কিন্তু টো টো ভয় পেয়ে খাটের নিচে লুকিয়ে পড়ল। ডরথি তাকে খাট থেকে টেনে বের করতে করতেই বড্ড দেরি হয়ে গেল। বাইরে বাতাসে প্রচণ্ড গর্জন শুরু হলো, ঘরটি কাঁপতে লাগল।

ডরথি সেলারে নামার আগেই বাতাসের এক প্রবল ধাক্কায় পুরো কাঠের বাড়িটি মাটি থেকে শূন্যে ভেসে উঠল! ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থলে আটকে পড়া শোলার মতো বাড়িটি আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে বাতাসের ওপর ভর করে আরও উঁচুতে উঠতে লাগল।

একটি বেলুন যেমন শূন্যে ভাসে, ডরথিদের ছোট ঘরটিও বাতাসের স্রোতে ভেসে এক অদ্ভুত অজানা গন্তব্যের দিকে ভেসে চলল। ঘরের বাইরে চারদিক ছিল ঘন অন্ধকার আর বাতাসের বিকট চিৎকার। কিন্তু ঘরের ভেতরটা অদ্ভুতভাবে স্থির হয়ে গিয়েছিল। টো টো ভয় পেয়ে ঘরের কোণায় ঘেউ ঘেউ করতে লাগল,

কিন্তু ডরথি বিছানায় গিয়ে বসে রইল এবং ধীরে ধীরে চোখ দুটো বুজে ঘুমিয়ে পড়ল...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ১ম অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত 'দ্য ওয়ান্ডারফুল উইজার্ড অব ওজ' থেকে

দ্য ওয়ান্ডারফুল উইজার্ড অব ওজ

(*The Wonderful Wizard of Oz*)

অনুবাদ ও পরিবেশনা: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ২: মাঞ্চকিনদের সাথে সভা (The Council with the Munchkins)

ঝঁকুনির এক প্রচণ্ড ধাক্কায় ডরথির ঘুম ভেঙে গেল। ধাক্কাটা এতটাই তীব্র ছিল যে, সে যদি নরম বিছানায় না থাকত, তবে নিশ্চিতভাবেই ভীষণ আঘাত পেত। এক মুহূর্তের জন্য নিঃশ্বাস আটকে গেল ডরথির; সে অবাক হয়ে ভাবল ঠিক কী ঘটল। টো টো তার ছোট নাকটি ডরথির গালে ঘষে মৃদু আওয়াজে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। ডরথি সোজা হয়ে বসল এবং লক্ষ্য করল যে ঘরটি আর আগের মতো কাঁপছে না বা ঘুরছে না; এমনকি বাতাসও শান্ত হয়ে এসেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর তীব্র ও উজ্জ্বল রোদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

ডরথি দ্রুত বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে টো টোকে সাথে নিয়ে ঘরের দরজার দিকে ছুটে গেল। সে কাঠের দরজাটি টেনে খুলতেই বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল। তার চোখ দুটো যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না সে কী দেখছে!

ঘূর্ণিঝড়টি তার ঘরটিকে খুব সাবধানে এক অপূর্ব সুন্দর এক দেশে এনে নামিয়ে দিয়েছে। চারপাশে ঘন সবুজ ঘাসের গালিচা ছড়ানো, তার মাঝে অপরূপ সব বিশাল বিশাল গাছ মিষ্টি স্বাদের ফলে ভরে আছে। সব জায়গায় রঙিন ও দুর্লভ সুন্দর সব ফুল ফুটে আছে, আর রঙিন ডানার পাখিগুলো ঝোপে ঝোপে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। সামান্য দূরেই একটি কলকল শব্দে বয়ে চলা পরিষ্কার পানির ঝরনা দেখা যাচ্ছে। ক্যানসাসের সেই ধূসর, রুক্ষ ও একঘেয়ে প্রান্তরের পর এমন এক স্বর্গীয় রূপ দেখে ডরথির মন আনন্দে ভরে উঠল।

এমন সময় ডরথি লক্ষ্য করল, তার দিকে হেঁটে আসছে অত্যন্ত অদ্ভুত দেখতে একদল মানুষ। তারা

ক্যানসাসের সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের মতো অত লম্বা নয়, তবে একদম ছোট শিশুও নয়। ডরথির দেখা সাধারণ যেকোনো বড় মানুষের তুলনায় তারা বেশ কিছুটা খাটো ছিল—উচ্চতায় তারা ডরথির মতোই প্রায়।

দলটিতে ছিল তিনজন পুরুষ ও একজন বৃদ্ধা মহিলা। তাঁদের পোশাকের ধরন ছিল বেশ চমৎকার। পুরুষদের পরনে ছিল নীল রঙের কোট, নীল ট্রাউজার্স এবং পায়ে লম্বা চকচকে বুট জুতো। তাঁদের মাথায় ছিল বেশ লম্বা, শঙ্কু আকৃতির (cone-shaped) টুপি, যার চূড়ায় ছোট ছোট ঘণ্টা ঝুলছিল। টুপি নাড়ালে সেই ঘণ্টাগুলো টুংটাং করে মিষ্টি শব্দ করছিল। বৃদ্ধা মহিলার পরনে ছিল ধবধবে সাদা রঙের এক গাউন, যা তাঁর কাঁধ থেকে কুঁচি হয়ে নিচে নেমে এসেছে। তাঁর মাথায়ও ছিল ছোট এক টুপি।

তারা ডরথির বাড়ির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল এবং নিজেদের মধ্যে মৃদু স্বরে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল, যেন তারা ডরথিকে কিছুটা ভয়

পাচ্ছিল। তবে বৃদ্ধা মহিলাটি সাহসের সাথে ডরথির দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি মাথা নিচু করে এক বিনম্র প্রণাম জানিয়ে খুব নরম মিষ্টি গলায় বললেন:

"হে মহাসম্ভ্রান্ত জাদুকর (Noble Sorceress)! আমাদের ওজ (Oz) দেশে আপনাকে সহস্র স্বাগতম। আপনি পূর্ব দিকের দুষ্ট জাদুকরীকে (Wicked Witch of the East) হত্যা করে মাঞ্চকিন (Munchkins) জাতিকে দীর্ঘদিনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। আমরা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।"

মহিলার মুখে এই কথা শুনে ডরথি তো তাজ্জব বনে গেল! সে অবাক হয়ে বলল, "আপনি আমাকে জাদুকর বলছেন কেন? আমি তো কাউকে হত্যা করিনি!"

বৃদ্ধা মহিলা হেসে ডরথির বাড়ির পেছনের কোণার দিকে নির্দেশ করে বললেন, "আপনি নিজে হাতে না করলেও আপনার ঘরটিই সেই কাজ করেছে। ওই যে দেখুন!"

ডরথি বাড়ির কোণায় গিয়ে নিচে তাকাতেই ভয়ে শিউরে উঠল। ঘরের কাঠের ভারী বরগার নিচে চেপে পড়ে আছে দুটো পা, যার পায়ে রুপোলি রঙের সুচালো চকচকে দুটো জুতো পরানো! সেখানে সেই দুষ্ট জাদুকরী মারা পড়েছে।

ডরথি ব্যাকুল হয়ে বলল, "ওহ ঈশ্বর! কিন্তু এটা তো পুরোপুরি একটা দুর্ঘটনা ছিল! ঘরটি যে তার ওপর গিয়ে পড়বে তা আমি কীভাবে জানব?"

বৃদ্ধা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "চিন্তা করবেন না, এটি যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। এই দুষ্ট জাদুকরী বহু বছর ধরে মাঞ্চকিনদের দাস বানিয়ে রেখেছিল এবং দিনরাত তাদের দিয়ে খাটিয়ে নিচ্ছিল। এখন তারা সবাই স্বাধীন।"

ডরথি জিজ্ঞেস করল, "মাঞ্চকিন কারা?"

মহিলাটি উত্তর দিলেন, "মাঞ্চকিন হলো এই পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসী, যেখানে আপনি এখন দাঁড়িয়ে

আছেন। আর আমি হলাম উত্তর দেশের ভালো জাদুকরী (Good Witch of the North)।"

ডরথি অবাক হয়ে বলল, "আপনিও কি একজন জাদুকরী? কিন্তু কাকিমা এম যে আমাকে বলেছিলেন সব জাদুকরীরা খারাপ হয়!"

"না, না!" উত্তর দেশের জাদুকরী মৃদু হেসে বললেন, "ওজ দেশের চারদিকের চার অঞ্চলে চারজন জাদুকরী ছিলেন। উত্তরের আমি আর দক্ষিণ দেশের জাদুকরী হলাম অত্যন্ত দয়ালু ও ভালো। আর পূর্ব এবং পশ্চিমের জাদুকরীরা ছিল অত্যন্ত দুষ্টু ও নির্মম। কিন্তু এখন আপনি পূর্বের জাদুকরীকে ধ্বংস করেছেন, তাই পশ্চিমে কেবল একজনই দুষ্ট জাদুকরী অবশিষ্ট আছে।"

ডরথি কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তিত কণ্ঠে বলল, "সবকিছু তো বুঝলাম, কিন্তু আমি এখন আমার কাকা হেনরি আর কাকিমা এম-এর কাছে ক্যানসাসে ফিরে যেতে

চাই। আপনারা কি আমাকে বাড়ি ফেরার পথ বুঝিয়ে দিতে পারেন?"

এই কথা শুনে মাঞ্চকিনরা এবং উত্তরের ভালো জাদুকরী দুঃখিত মুখে মাথা নাড়লেন। জাদুকরী বললেন, "ক্যানসাস কোথায় তা আমরা কেউ জানি না। ওজ দেশের চারপাশে এক বিশাল, ভয়ংকর মরুভূমি রয়েছে, যা অতিক্রম করে কোনো সাধারণ মানুষ বেঁচে ফিরতে পারে না। আপনাকে এখানেই থাকতে হবে, আমার প্রিয় ডরথি।"

এই শুনে ডরথির চোখে জল চলে এল। সে ক্যানসাসের ধূসর হলেও নিজের প্রিয় বাড়িটির জন্য কেঁদে উঠল। ডরথির কান্না দেখে দয়ালু মাঞ্চকিনরা এবং বৃদ্ধা জাদুকরীও ব্যথিত হলেন।

জাদুকরী তাঁর লম্বা টুপিটি মাথা থেকে নামিয়ে তার চূড়াটি নিজের নাকের ওপর চেপে ধরে এক থেকে তিন পর্যন্ত গুণলেন। মুহূর্তের মধ্যে টুপিটি একটি ব্ল্যাকবোর্ডে রূপান্তরিত হলো, আর তাতে খড়িমাটি

দিয়ে লেখা ভেসে উঠল: **"ডরথিকে এমারেল্ড সিটিতে যেতে হবে।"**

জাদুকরী টুপিটি সোজা করে মাথায় পরে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ডরথি! আপনাকে মহাশক্তিধর মহামান্য জাদুকর ওজ (The Great Wizard of Oz)-এর কাছে যেতে হবে। তিনি ওজ দেশের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এমারেল্ড সিটি (Emerald City)-তে বাস করেন। কেবল তিনিই হয়তো আপনাকে ক্যানসাসে ফিরিয়ে দেওয়ার উপায় বের করতে পারবেন।"

ডরথি আশার আলো পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমি কীভাবে সেখানে পৌঁছাব? পথটি কি নিরাপদ?"

"পথটি বেশ দীর্ঘ এবং মাঝে মাঝে বিপদসংকুল হতে পারে," জাদুকরী বললেন, "তবে আপনাকে কেবল **হলুদ ইটের রাস্তাটি (Yellow Brick Road)** অনুসরণ করে হেঁটে যেতে হবে। আপনি সেই পথ ধরে চলতে থাকলে কোনো ভুল হবে না।"

এরপর জাদুকরী মৃত দুষ্ট জাদুকরীর পায়ের রুপোলি জুতো জোড়া (Silver Shoes) কুড়িয়ে নিয়ে ডরথিকে পরিয়ে দিলেন এবং বললেন, "এই জুতো জোড়ায় এক অদ্ভুত জাদু লুকিয়ে আছে, যা আপনাকে রক্ষা করবে।" তিনি ডরথির কপালে একটি পরম স্নেহের চুমু খেলেন। সেই চুমুর ছাপে ডরথির কপালে এক উজ্জ্বল ও সুরক্ষিত চিহ্ন তৈরি হয়ে গেল, যা কোনো অশুভ শক্তি ভেদ করতে পারবে না।

মাঞ্চকিনরা ডরথিকে সশ্রদ্ধ বিদায় জানাল। উত্তরের ভালো জাদুকরী এক অদ্ভুত উপায়ে বাতাসে মিলিয়ে গেলেন। ছোট ডরথি আর তার বিশ্বস্ত কুকুর টো টো প্রস্তুত হলো এমারেল্ড সিটির উদ্দেশে সেই অজানা হলুদ ইটের রাস্তায় পা রাখার জন্য...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ২য় অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ৩: ডরথি কীভাবে কাকতাড়ুয়াকে উদ্ধার করল (How Dorothy Saved the Scarecrow)

ডরথি যখন একাকী হয়ে পড়ল, তখন সে ক্ষুধার্ত বোধ করতে লাগল। সে তার একমাত্র সুন্দর সুতির পোশাকটি গায়ে চাপিয়ে নিল, যা গতকাল কাকিমা এম ভালো করে ধুয়ে দিয়েছিলেন। ডরথি তার ছোট নীল ও সাদা চেক কাটা জামাটি পরে মাথায় একটা সুতির টুপি চড়াল। তারপর সে একটি ঝুড়ি নিয়ে কাবার্ড থেকে কিছু রুটি আর মাখন গুছিয়ে নিল, যাতে পথের মধ্যে খাবারের অভাব না হয়। সে মৃত জাদুকরীর সেই রুপোলি রঙের সুচালো জাদুকরী জুতো জোড়া পায়ে পরে নিল, যা একদম তার পায়ের মাপে খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

"এসো টো টো," ডরথি ডাক দিল, "আমরা এমারেল্ড সিটির উদ্দেশে রওনা দেব এবং মহামান্য ওজ-এর কাছে গিয়ে ক্যানসাসে ফিরে যাওয়ার উপায় জানতে চাইব।"

সে বাড়ির দরজা বন্ধ করে চাবিটি সাবধানে নিজের পকেটে রাখল। এরপর ছোট টো টোকে সাথে নিয়ে সে এমারেল্ড সিটির দিকে নিয়ে যাওয়া বিখ্যাত **হলুদ ইটের রাস্তার (Yellow Brick Road)** ওপর পা বাড়াল।

সূর্যের আলোয় হলুদ ইটগুলো সোনালি রঙের মতো চকচক করছিল। রাস্তার দুপাশে ছিল সবুজ ঘাসের জমি আর নিপুণভাবে তৈরি সুন্দর কাঠের বেড়া। সেই দেশের বাড়িগুলো দেখতে ছিল বেশ অদ্ভুত—সবগুলোই গোল আকৃতির, যার ছাদগুলো ছিল গম্বুজের মতো। বাড়িগুলোর গায়ে চমৎকার নীল রঙে আঁকা চিত্রকর্ম শোভা পাচ্ছিল, কারণ মাঞ্চকিনদের সবচেয়ে প্রিয় রঙ ছিল নীল।

সারাদিন হাঁটার পর সন্ধ্যায় ডরথি একটি বেশ বড় গোল আকৃতির বাড়ির সামনে এসে পৌঁছাল। বাড়ির উঠোনে বহু মাঞ্চকিন নারী-পুরুষ গান গাইছিল এবং নৈশভোজে অংশ নিচ্ছিল। পূর্বের দুষ্ট জাদুকরী মুক্ত হওয়ার আনন্দে তারা সেখানে এক উৎসবের আয়োজন করেছিল। ডরথিকে দেখে তারা অত্যন্ত সম্মান ও আনন্দের সাথে স্বাগত জানাল এবং তাকে পেটপুরে সুস্বাদু খাবার খাইয়ে এক চমৎকার নীল রঙের বিছানায় ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দিল।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে ডরথি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার হলুদ ইটের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল। কিছুদূর যাওয়ার পর সে লক্ষ্য করল, রাস্তার পাশে এক বিশাল ভুট্টাখেতের মাঝে কাঠের খুঁটিতে একটি কাকতাড়ুয়া (Scarecrow) টাঙানো রয়েছে, যা পাখিদের খেত থেকে দূরে রাখার জন্য বানানো হয়েছিল।

ডরথি বেড়ার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে কাকতাড়ুয়াটির দিকে তাকিয়ে রইল। কাকতাড়ুয়াটির

মাথাটি ছিল খড় ঠাসা একটি ছোট থলে, যার ওপর চোখ, নাক ও মুখ এঁকে দেওয়া হয়েছিল। মাথায় ছিল মাঞ্চকিনদের মতো নীল রঙের এক সুচালো টুপি। শরীরে নীল রঙের একটি পুরনো কোট আর প্যান্ট পরানো ছিল, যা খড় দিয়ে ঠাসা। পায়ে ছিল নীল বুট জুতো।

ডরথি যখন বেশ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, ঠিক তখনই কাকতাড়ুয়াটি চোখ পিটপিট করল এবং ডরথির দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে বলে উঠল, "শুভ সকাল!"

ডরথি ভীষণ চমকে উঠল! সে বিস্ময়ে বলল, "তুমি কি কথা বলতে পারো?"

"অবশ্যই পারি," কাকতাড়ুয়াটি উত্তর দিল, "কেমন আছ তুমি?"

"আমি ভালো আছি," ডরথি নম্রভাবে বলল, "তুমি কেমন আছ?"

"আমার খুব একটা ভালো লাগছে না," কাকতাড়ুয়াটি বিষণ্ণ গলায় বলল, "এই লম্বা কাঠের খুঁটিতে সারাদিন রাত আটকে থাকা সত্যিই খুব বিরক্তিকর। তুমি কি দয়া করে আমাকে এই খুঁটি থেকে নামিয়ে দেবে?"

ডরথি দু-হাত বাড়িয়ে কাকতাড়ুয়াটিকে উঁচু করে ধরে কাঠ থেকে ছাড়িয়ে নিল। যেহেতু সে খড় দিয়ে তৈরি ছিল, তাই সে ছিল একদম হালকা। মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াতেই কাকতাড়ুয়াটি ডরথিকে অশেষ ধন্যবাদ জানাল।

কাকতাড়ুয়াটি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

ডরথি উত্তর দিল, "আমি এমারেল্ড সিটিতে যাচ্ছি মহামান্য ওজ-এর কাছে। আমি আমার জন্মভূমি ক্যানসাসে ফিরে যেতে চাই।"

"এমারেল্ড সিটি কোথায়? আর ওজ-ই বা কে?" কাকতাড়ুয়াটি কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল।

ডরথি অবাক হয়ে বলল, "তুমি কি জানো না?"

"না, আমি সত্যিই কিছু জানি না," কাকতাড়ুয়াটি আফসোস করে বলল, "আমার মাথায় কোনো মগজ নেই, কেবল খড় ঠাসা! তাই আমি কিছুই জানি না বা বুঝতে পারি না। আচ্ছা, আমি যদি তোমার সাথে এমারেল্ড সিটিতে যাই, তবে কি মহামান্য ওজ আমাকে একটু মগজ (Brain) দিতে পারবেন?"

ডরথি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "আমি ঠিক বলতে পারছি না। তবে তুমি চাইলে আমার সাথে আসতে পারো। যদি ওজ তোমাকে মগজ দিতে নাও পারেন, তাহলেও তোমার অবস্থা তো এখনকার চেয়ে খারাপ হবে না!"

"তা ঠিক," কাকতাড়ুয়া আনন্দের সাথে সম্মতি জানিয়ে বলল, "তুমি দেখছো তো, কাক বা পাখিরা আমাকে মোটেও ভয় পায় না! তারা বুঝতে পেরেছে আমি কেবল খড় দিয়ে বানানো এক কাঠের পুতুল, যার মাথায় মগজ নেই। আমাকে যদি সবাই বোকা

ভাবে, তবে খুব কষ্ট হয়। তাই আমি যেকোনো মূল্যে একটি মগজ চাই!"

ডরথি পরম সহানুভূতির সাথে কাকতাড়ুয়াকে সঙ্গে নিল। ছোট কুকুর টো টো প্রথমে খড় ঠাসা এই অদ্ভুত জীবটিকে দেখে একটু সন্দেহ প্রকাশ করে ঘেউ ঘেউ করেছিল, কিন্তু কাকতাড়ুয়াটি ডরথির সাথে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল। এরপর তারা তিনজন মিলে হলুদ ইটের রাস্তা ধরে এমারেল্ড সিটির দীর্ঘ যাত্রায় আবার হাঁটা শুরু করল...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ৩য় অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ৪: গহীন বনের মধ্য দিয়ে যাত্রা (The Road Through the Forest)

ডরথি, টো টো এবং কাকতাড়ুয়া হলুদ ইটের রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। পথ চলতে চলতে কাকতাড়ুয়া মাঝে মাঝেই হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল; কারণ তার বুট জুতো খড় দিয়ে ঠাসা ছিল এবং চোখের সামনে গর্ত থাকলে সে তা দেখতে বা বুঝতে পারত না। কিন্তু সে কখনোই আঘাত পেত না, হাসিমুখে আবার উঠে দাঁড়াত। ডরথি কৌতূহল ভরে জানতে চাইল, কাকতাড়ুয়া কীভাবে তৈরি হয়েছিল।

কাকতাড়ুয়া বলতে শুরু করল, "গতকালই আমার জন্ম হয়েছে। এক মাঞ্চকিন কৃষক প্রথমে আমার মাথা বানায় এবং তাতে নীল রং দিয়ে দুটি চোখ এঁকে দেয়। যেইমাত্র সে চোখ আঁকা শেষ করল, আমি কৌতূহল নিয়ে চারপাশ দেখতে পেলাম। এরপর সে আমার কান বানাল, তারপর নাক ও মুখ। মুখ এঁকে দেওয়ার পরপরই সে বলে উঠল, 'এই কাকতাড়ুয়াটা তৈরি

করতে পেরে বেশ ভালোই হলো!' আর আমিও তাকে ধন্যবাদ জানালাম।"

কাকতাড়ুয়া আফসোস করে বলতে লাগল, "কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগল তখন, যখন তারা আমাকে ওই লম্বা কাঠের খুঁটিতে টাঙিয়ে দিয়ে চলে গেল। দূর থেকে একটা বড় কাক উড়ে এল, সে আমার টুপির ওপর বসে বেশ কিছু ভুট্টা খেয়ে ফেলে বলল—'কৃষক মনে করেছে এই খড় ঠাসা পুতুলটাকে আমরা ভয় পাব! কিন্তু যে জীবটার মাথায় কোনো মগজ নেই, সে একেবারেই ফালতু!' সেই কাকটার কথা শুনে আমার আত্মসম্মানে লাগল। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, ওজ-এর কাছে গিয়ে যেকোনো মূল্যে বুদ্ধি বা মগজ চেয়ে নেব।"

ডরথি তার গল্প শুনে সহানুভূতি প্রকাশ করল। পথ চলতে চলতে হলুদ ইটের রাস্তাটি ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে শুরু করল। চারপাশের সুন্দর কাঠের বেড়া এবং নীল ঘরবাড়িগুলো হারিয়ে গেল। পরিবেশটা আর আগের মতো উজ্জ্বল রইল না। জমিগুলোও কিছুটা

বন্ধুর হয়ে এল এবং কিছু জায়গায় রাস্তা ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

তারা এক বিশাল ও গভীর বনের ভেতরে প্রবেশ করল। চারপাশটা ছিল বড় বড় ঘন গাছে ঢাকা, যার ডালপালা আকাশের দিকে ছাতা বানিয়ে রেখেছিল। ফলে সূর্যের আলো সেখানে পৌঁছাতে পারছিল না এবং পুরো বনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কিছুটা ভীতিপ্রদ দেখাচ্ছিল। ডরথি হালকা ভয় পেল, কিন্তু কাকতাড়ুয়া তার পাশে থেকে তাকে সাহস দিল।

বনটি যতই ঘন হতে লাগল, চারপাশের শব্দ কমতে লাগল। ডরথি জিজ্ঞেস করল, "এই বনে কি কোনো মানুষ থাকে?" কাকতাড়ুয়া উত্তর দিল, "না, তবে মাঞ্চকিনরা বলেছে এই বনের গভীরে বিভিন্ন ধরনের বুনো পশুপাখি বাস করে। ওজ-এর এমারেল্ড সিটিতে পৌঁছাতে হলে আমাদের এই বন পার হতেই হবে।"

সন্ধ্যার মুখে তারা বনের গভীরে এক পরিত্যক্ত ছোট কাঠের কুঁড়েঘরের সামনে এসে পৌঁছাল।

সারাদিনের দীর্ঘ যাত্রায় ডরথি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা ঠিক করল রাতের বেলা এই কুঁড়েঘরটিতে বিশ্রাম নেবে। ডরথি ঝুড়ি থেকে বাকি রুটি ও মাখন বের করে টো টোর সাথে ভাগ করে খেল। কিন্তু কাকতাড়ুয়া কিছুই খেল না; সে হাসিমুখে ঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে রইল, কারণ খড় দিয়ে তৈরি বলে তার ক্ষুধা বা তৃষ্ণা কোনোটিই লাগত না এবং সে কখনো ক্লান্ত হতো না।

ডরথি ও টো টো কুঁড়েঘরের মেঝের শুকনো পাতার ওপর শুয়ে পলাই করল এবং গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। আর কাকতাড়ুয়া ঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে সারা রাত জেগে ডরথিকে পাহারা দিতে লাগল, নতুন দিনের এক অজানা অভিযানের আশায়...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ৪র্থ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ৫: টিনের কাঠুরিয়াকে উদ্ধার (The Rescue of the Tin Woodman)

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই ডরথি একটি পরিষ্কার পানির ঝরনা খুঁজতে বের হলো, যাতে মুখ ধুয়ে নেওয়া যায়। ঝরনায় মুখ ধুয়ে আসার পর সে ক্যানসাসের শেষ রুটির টুকরোটি খেয়ে নিল। এমন সময় বন থেকে এক করুণ কোঁকানোর শব্দ ভেসে এল।

"ওটা কিসের শব্দ ছিল?" ডরথি কৌতূহল ও কিছুটা আশঙ্কা নিয়ে বলল।

"আমি জানি না," কাকতাড়ুয়া বলল, "তবে চলো গিয়ে দেখে আসি।"

তারা গহীন বনে কিছুটা এগোতেই একটি গাছের পাশে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। সম্পূর্ণ টিন দিয়ে

তৈরি এক কাঠুরিয়া (Tin Woodman) কুড়াল উঁচিয়ে একদম শক্ত ও নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! তার শরীরের সব জোড়া ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুরোপুরি মরিচা ধরে শক্ত হয়ে গেছে, যার ফলে সে বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করতে পারছে না।

ডরথি ও কাকতাড়ুয়া বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল। টিনের কাঠুরিয়া তার ধাতব মুখ দিয়ে করুণ গলায় বলল, "তোমরা কি দয়া করে আমার কুঁড়েঘর থেকে তেলের ক্যানটা এনে আমার জোড়াগুলোতে একটু তেল ঢেলে দেবে? এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বৃষ্টির জলে ভিজে আমার জোড়াগুলোতে মরিচা ধরে গেছে, আমি নড়তে পারছি না!"

ডরথি তৎক্ষণাৎ কুঁড়েঘর থেকে তেলের ক্যানটি নিয়ে এল এবং কাকতাড়ুয়ার সাহায্যে টিনের কাঠুরিয়ার ঘাড়ে, কনুইয়ে, হাঁটুতে এবং সব জোড়ায় ভালো করে তেল লাগিয়ে দিল। আস্তে আস্তে মরিচা দূর হলো এবং টিনের কাঠুরিয়া কুড়ালটি নামিয়ে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

"তোমাদের অশেষ ধন্যবাদ!" টিনের কাঠুরিয়া বলল, "যদি তোমরা না আসতে, তবে আমি সারা জীবন এভাবেই নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আচ্ছা, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

ডরথি সংক্ষেপে তাদের এমারেল্ড সিটিতে যাওয়া এবং মহামান্য ওজ-এর কাছে কাকতাড়ুয়ার মগজ চাওয়ার গল্পটা শোনাল।

টিনের কাঠুরিয়া কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "আচ্ছা, মহামান্য ওজ কি আমাকে একটি **হৃদয় বা মন (Heart)** দিতে পারবেন? একসময় আমি সাধারণ মানুষ ছিলাম এবং এক মাঞ্চকিন মেয়েকে ভালোবাসতাম। কিন্তু পূর্বের দুষ্ট জাদুকরীর অভিশাপে আমার শরীর টিনের হয়ে যায় এবং আমি আমার হৃদয়টি হারিয়ে ফেলি। হৃদয় ছাড়া ভালোবাসার কোনো অনুভূতি থাকে না!"

"আমি নিশ্চিত তিনি পারবেন," কাকতাড়ুয়া উৎসাহ দিল, "আমার সাথে এসো, ওজ তোমাকে অবশ্যই হৃদয় দেবেন!"

টিনের কাঠুরিয়া সানন্দে তাদের সঙ্গী হলো এবং তেলের ক্যানটি সাবধানে ঝুলিয়ে নিল। এরপর তারা চারজন—ডরথি, টো টো, কাকতাড়ুয়া এবং টিনের কাঠুরিয়া—হলুদ ইটের রাস্তা ধরে এমারেল্ড সিটির যাত্রায় আবার নতুন উদ্যামে এগিয়ে চলল...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ৫ম অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ৬: ভীরু সিংহ
(The Cowardly Lion)

ডরথি এবং তার সঙ্গীরা গহীন বনের পথ ধরে সাবধানে হেঁটে চলছিল। চারপাশের গাছগাছালি ছিল অত্যন্ত ঘন এবং চারপাশটা একটা থমথমে নিস্তব্ধতায় ঢাকা ছিল। হাঁটতে হাঁটতে টিনের কাঠুরিয়া শুকনো ডালপালা পরিষ্কার করে দিচ্ছিল যাতে ডরথি সহজে চলতে পারে।

হঠাৎ করেই এক বিকট ও ভয়ংকর গর্জন গর্জে উঠল! বনের ঝোপঝাড় ঠেলে এক বিশাল সিংহ লাফিয়ে পড়ল রাস্তার মাঝখানে। এক থাবায় সে খড় ঠাসা কাকতাড়ুয়াকে দূরে ছুড়ে ফেলল এবং অন্য থাবায় আঘাত করে টিনের কাঠুরিয়াকে চিত করে ফেলে দিল। তবে টিন দিয়ে তৈরি হওয়ায় কাঠুরিয়া কোনো আঘাত পেল না, কেবল বিকট শব্দে গড়িয়ে পড়ল।

ছোট্ট কুকুর টো টো এ দৃশ্য দেখে সাহসের সাথে ঘেউ ঘেউ করতে করতে বিশাল সিংহের দিকে ধেয়ে গেল। সিংহটি মুখ হাঁ করে টো টোকে কামড়ে দিতে উদ্যত হতেই ডরথি আর নিজেকে সামলাতে পারল না। সে এক লাফে সামনে গিয়ে নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে সিংহের নাকে এক কষে চড় বসিয়ে দিল!

"খবরদার! একদম টো টোকে ছোঁবে না!" ডরথি রেগে চিৎকার করে উঠল, "এমন একটা ছোট্ট অসহায় কুকুরকে আক্রমণ করতে তোমার লজ্জা করে না? তুমি তো দেখছি একটা আস্ত ভীরু কাপুরুষ!"

ডরথির চড় খেয়ে সিংহটি চোখ পিটপিট করে তার থাবা দিয়ে নাক ডলতে ডলতে মৃদু গলায় বলল, "তুমি আমাকে মারলে কেন? আমি তো ওকে কামড়াতাম না! তাছাড়া আমি যে ভীরু, তা তো আমি নিজেও জানি।"

ডরথি ও তার সঙ্গীরা হতবাক হয়ে গেল। একটি বিশাল সিংহ কাঁদ কাঁদ মুখে স্বীকার করছে যে সে ভয় পায়!

"তুমি সত্যি ভয় পাও?" ডরথি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ," সিংহটি আফসোস করে বলল, "যখনি আমি গর্জন করি, বনের সব পশুপাখি ভয়ে পালিয়ে যায়। তারা মনে করে আমি খুব সাহসী। কিন্তু সত্যি বলতে, আমার নিজের বুকটাই সব সময় ভয়ে দড়ফড় করে! একটু জোরালো শব্দ হলেই আমি কেঁপে উঠি।"

কাকতাড়ুয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমার তো অন্তত একটি হৃদয় আছে। আমার মাথায় মগজ নেই!"

টিনের কাঠুরিয়া বলল, "আর আমার তো কোনো হৃদয়ই নেই, তাই আমি দুঃখ বা আনন্দ কিছুই অনুভব করতে পারি না।"

সিংহটি শুনে বলল, "কিন্তু আমার যদি **সাহস (Courage)** না থাকে, তবে বনের পশুদের রাজা হয়ে লাভ কী? একটু বিপদ দেখলেই তো আমার প্রাণ উড়ে যায়!"

ডরথি বলল, "আমরা সবাই এমারেল্ড সিটিতে যাচ্ছি মহামান্য জাদুকর ওজ-এর কাছে। কাকতাড়ুয়া পাবে মগজ, টিনের কাঠুরিয়া পাবে হৃদয় আর আমি ফিরে পাব ক্যানসাসের বাড়ি। তুমিও চাইলে আমাদের সাথে আসতে পারো; হয়তো ওজ তোমাকে অনেকখানি সাহস দিতে পারবেন!"

এই শুনে সিংহটি আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "সত্যি? ওজ কি আমাকে সত্যি সাহস দিতে পারবেন? তবে তো আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে যাব!"

এরপর সিংহটি তাদের দলে যোগ দিল। তার সাথে বন্ধুত্বের পর ডরথি আর বনের হিংস্র পশুপাখিদের ভয় পেল না। চারজন অদ্ভুত ও অসাধারণ বন্ধু—ডরথি (সাথে টো টো), কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরিয়া এবং

ভীরু সিংহ—একত্র হয়ে আবার হলুদ ইটের রাস্তা ধরে এমারেল্ড সিটির পথে পা বাড়াল...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ৭: মহান ওজের উদ্দেশ্যে যাত্রা (The Journey to the Great Oz)

সারা রাত বনের পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরে কাটে। পরদিন সকালে ডরথি, কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরিয়া এবং ভীরু সিংহ নতুন উদ্যামে আবার যাত্রা শুরু করল। কিছুদূর এগোতেই তারা রাস্তার সামনে এক বিশাল ও গভীর খাদ দেখতে পেল। খাদটি এতই চওড়া এবং খাড়া ছিল যে হেঁটে বা লাফিয়ে পার হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। খাদটির নিচে ধারালো পাথরের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে গর্জন করে পানি বয়ে যাচ্ছিল।

"এখন আমরা কী করব?" ডরথি হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করল।

টিনের কাঠুরিয়া বলল, "আমি তো খাদে নামলেই নিচে পড়ে চুরমার হয়ে যাব।"

তখন সিংহ খাদটির দিকে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে থেকে মেপে দেখল। সে বলল, "আমার মনে হয় আমি এক লাফ দিয়ে এই খাদটা পার হতে পারব।"

"তাহলে তুমি আমাদের একে একে পিঠে বসিয়ে অন্য পাড়ে নিয়ে যেতে পারবে?" কাকতাড়ুয়া বুদ্ধি দিল।

"আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি," সিংহ বলল, "তবে লাফ দেওয়ার সময় ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠছে!"

প্রথমে কাকতাড়ুয়া সিংহের পিঠে উঠল। সিংহটি পিছিয়ে গিয়ে এক বিকট লাফ দিল এবং খুব নিরাপদে ও অলৌকিক দক্ষতায় খাদের অন্য পাড়ে গিয়ে পৌঁছাল! এরপর সে আবার ফিরে এসে ডরথি এবং ছোট টো টোকে তার পিঠে বসিয়ে লাফ দিয়ে ওপারে নিয়ে গেল। শেষবারের মতো সে ফিরে এসে টিনের কাঠুরিয়াকে পার করে দিল। সিংহটি ভীষণ হাঁপাতে

লাগল, কিন্তু বন্ধুরা তাকে পার করতে পেরে পরম আনন্দ পেল।

তবে বিপদের শেষ এখানেই ছিল না। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা আরও এক ভয়ংকর বড় খাদের সামনে পড়ল, যা আগেরটির চেয়েও অনেক বেশি চওড়া ছিল। এবার সিংহ মাথা নেড়ে বলল, "এই দূরত্ব লাফ দিয়ে পার হওয়া আমার সাধ্যের বাইরে!"

কাকতাড়ুয়া তখন বুদ্ধির পরিচয় দিল। সে খাদের ঠিক কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা এক বিশাল উঁচু গাছের দিকে দেখিয়ে বলল, "টিনের কাঠুরিয়া, তুমি যদি তোমার কুড়াল দিয়ে এই গাছটির গোড়া কেটে দাও, তবে গাছটি খাদের ওপর আড়াআড়িভাবে ঢলে পড়ে একটি প্রাকৃতিক সেতুর মতো কাজ করবে!"

"চমৎকার বুদ্ধি!" কাঠুরিয়া প্রশংসা করে বলল। সে তৎক্ষণাৎ কুড়াল উঁচিয়ে গাছে আঘাত করতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছটি মড়মড় শব্দ করে

খাদের ওপর ভেঙে পড়ল এবং দুই পাড়কে যুক্ত করে দিল।

তারা যখন সেই কাঁচা গাছের কাঠের পুল দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে পার হচ্ছিল, ঠিক তখনই বনের ভেতর থেকে ধেয়ে এল কালিবাহ (Kalidahs) নামক একজাতীয় ভয়ংকর দানব! এরা ছিল অর্ধেক ভালুক আর অর্ধেক বাঘের মতো দেখতে হিংস্র জীব। তাদের বিকট গর্জন ও ধারালো নখ দেখে সবাই ভয়ে শিউরে উঠল।

ভিরু সিংহ ভয়ে কাঁপতে থাকলেও বীরের মতো গর্জন করে উঠল, যাতে দানবগুলো এক মুহূর্তের জন্য থমকে যায়। ডরথি এবং ছোট টো টো দ্রুত খাদের ওপারে চলে গেল, তাদের পেছনে গেল সিংহ ও কাকতাড়ুয়া। দানব দুটো যখন কাঠের পুলটির ওপর পা দিয়ে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে, ঠিক তখনই কাকতাড়ুয়া কাঠুরিয়াকে ডেকে বলল, "তাড়াতাড়ি গাছটার এই পাশের অংশ কুড়াল দিয়ে কেটে ফেলো!"

টিনের কাঠুরিয়া কালবিলম্ব না করে এক কোপে খাদের কিনারের গাছের অংশটি কেটে বিচ্ছিন্ন করে দিল। সাথে সাথে বিশাল গাছটি দুই দানবসহ খাদের গভীর তলদেশে ধসে পড়ল। বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সবাই এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বন পেরিয়ে ধীরে ধীরে পরিবেশ আবার সুন্দর হতে শুরু করল। একসময় তারা বনের অন্ধকার সীমা পার হয়ে এক নদীর ধারে এসে পৌঁছাল। সেখানে চারপাশটা ছিল রোদে ঝলমলে, আর নদী পার হয়ে হলুদ ইটের রাস্তাটি আবার এমারেল্ড সিটির দিকে সোজা এগিয়ে গেছে...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ৭ম অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ৮: মারাত্মক পপি ফুলের খেত (The Deadly Poppy Field)

নদীর ওপারে যাওয়ার জন্য বন্ধুদের একটি ভেলা (Raft) বানাতে হলো। টিনের কাঠুরিয়া তাঁর কুড়াল দিয়ে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি কেটে ফেলল এবং কাকতাড়ুয়ার সহায়তায় শক্ত লতা দিয়ে সেগুলো বেঁধে চমৎকার একটি ভেলা তৈরি করল। নদীতে ভেলা ভাসিয়ে তারা সবাই ওপারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

কিন্তু নদীর মাঝপথে হঠাৎ দ্রুত পানির স্রোত শুরু হলো। কাঠের তৈরি লম্বা খুঁটি দিয়ে নদী ঠেলে এগোতে গিয়ে কাকতাড়ুয়া পানির গভীর স্রোতে খুঁটিসহ আটকে পড়ল এবং ভেলাটি তাকে পেছনে রেখেই স্রোতের তোড়ে ভেসে চলে গেল। কাকতাড়ুয়া নদীর মাঝখানে একা খুঁটি ধরে আটকে রইল! বন্ধুরা পরে এক চতুর সারস পাখির (Stork) সাহায্য নিয়ে কাকতাড়ুয়াকে নদীর মাঝখান থেকে উদ্ধার করল।

কূলে উঠে তারা দেখতে পেল এক বিশাল ও দিগন্ত বিস্তৃত পপি ফুলের খেত (Poppy Field)। হাজার হাজার লাল টকটকে পপি ফুল ফুটে আলো হয়ে রয়েছে। জায়গাটা দেখতে অত্যন্ত মনোরম হলেও, এই পপি ফুলগুলোর মধ্যে লুকিয়ে ছিল এক ভয়ংকর বিপদ। পপি ফুলের সুবাস এতটাই তীব্র ও বিষাক্ত যে, কোনো মানুষ বা প্রাণী এই ঘ্রাণ নিলে সে তীব্র ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং যদি তাকে দ্রত খেতের বাইরে নিয়ে যাওয়া না হয়, তবে সে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে মারা যায়!

কিছুদূর এগোতেই ডরথির চোখ দুটো ভারী হয়ে এল। সে হাঁটতে না পেরে লাল পপি ফুলের গালিচার ওপর গড়িয়ে পড়ল এবং গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। ছোট টো টো-ও তার পাশে ঘুমিয়ে পড়ল।

"এখন আমরা কী করব?" টিনের কাঠুরিয়া আকুল হয়ে বলল, "ডরথিকে এখানে ফেলে গেলে সে আর কখনোই জাগবে না!"

কাকতাড়ুয়া আর টিনের কাঠুরিয়া যেহেতু খড় ও টিন দিয়ে তৈরি, তাই ফুলের তীব্র সুবাস তাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারল না। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়াল ভীরু সিংহকে নিয়ে। সিংহটিও ঘ্রাণ পেয়ে ঢুলতে শুরু করেছিল। সে বলল, "আমি দৌড়ে এই খেত পার হওয়ার চেষ্টা করছি, তোমরা ডরথিকে নিয়ে এসো!"

কিন্তু সিংহ বেশি দূর এগোতে পারল না। পপি খেতের মাঝামাঝি পৌঁছে সে ভারী শরীর নিয়ে মাটিতে পড়ে নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কাকতাড়ুয়া ও টিনের কাঠুরিয়া মিলে হাত ধরাধরি করে ডরথি ও ছোট টো টোকে চটজলদি চাদরের মতো চক্রান্ত করে চাগিয়ে তুলে নিল। তারা দুজনে মিলে অনেক কষ্টে ডরথি ও টো টোকে পপি খেতের সীমানা পার করে সবুজ ঘাসের মিষ্টি বাতাসে নিয়ে এল। সেখানে ডরথি ও টো টো নিরাপদ হলেও সিংহ রয়ে গেল গভীর পপি খেতের বিষাক্ত ঘুমে আটকে!

বন্ধুরা কীভাবে অত বিশাল ও ভারী সিংহকে পপি খেত থেকে উদ্ধার করবে, সেই দুশ্চিন্তায় চিন্তিত হয়ে পড়ল...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ৮মে অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ৯: মেঠো ইঁদুরের রানি
(The Queen of the Field Mice)

পপি খেতের বাইরে নিরাপদ ঘাসের ওপর ডরথি আর টো টোকে ঘুম থেকে ওঠার জন্য অপেক্ষা করার সময় টিনের কাঠুরিয়া ও কাকতাড়ুয়া শুনতে পেল এক ডালপালার মড়মড় শব্দ। একটি ছোট্ট মেঠো ইঁদুর (Field Mouse) প্রাণের ভয়ে ছুটছিল, আর তার পেছনে তাড়া করছিল এক ভয়ংকর বুনো বিড়াল (Wildcat)।

টিনের কাঠুরিয়া নিরীহ প্রাণীদের কষ্ট সহ্য করতে পারত না। সে কালবিলম্ব না করে কুড়াল এক কোপে সেই হিংস্র বিড়ালটিকে মেরে ফেলল। ছোট্ট ইঁদুরটি রক্ষা পেয়ে কাঠুরিয়ার কাছে এসে কৃতজ্ঞতা জানাল।

"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, হে দয়ালু মহাশয়!" ইঁদুরটি বলল, "আমি হলাম এই এলাকার সমস্ত মেঠো

ইঁদুরের রানি (Queen of the Field Mice)। আপনি আজ আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন।"

কাকতাড়ুয়া তখন এক দারুণ বুদ্ধি বের করল। সে ইঁদুরের রানিকে বলল, "রানি মা, আমাদের এক বিশাল বন্ধু—যে নাকি ভীরু সিংহ—সে পপি খেতের ভেতরে বিষাক্ত সুবাসে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাদের এত শক্তি নেই যে তাকে একা বয়ে আনব। আপনি কি আপনার হাজার হাজার ইঁদুর প্রজাকে ডেকে একটি সাহায্য করতে পারবেন?"

ইঁদুরের রানি সানন্দে রাজি হলেন। তিনি নিজের বাঁশি বাজিয়ে তাঁর হাজার হাজার মেঠো ইঁদুর প্রজাকে ডেকে পাঠালেন। এরপর টিনের কাঠুরিয়া বনের কাঠ দিয়ে একটি চাকাওয়ালা বড় কাঠের গাড়ি বানিয়ে ফেলল। কাকতাড়ুয়া ও কাঠুরিয়া মিলে গাড়িটি পপি খেতের ভেতর টেনে নিয়ে গিয়ে সিংহটিকে অনেক কষ্টে চাগিয়ে গাড়ির ওপর শুইয়ে দিল।

হাজার হাজার ইঁদুর লম্বা সুতো দিয়ে নিজেদের গাড়িটির সাথে বেঁধে নিয়ে একযোগে টানতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বিশাল ও ভারী সিংহটিকে পপি খেতের বিষাক্ত সীমা থেকে বের করে এনে মুক্ত ও তাজা বাতাসে নিয়ে এল!

তাজা বাতাসের স্পর্শে ডরথি, টো টো এবং সিংহ—তিনজনেরই ঘুম ভেঙে গেল। সিংহ জেগে উঠে ইঁদুরের রানিকে ধন্যবাদ জানাল এবং সে স্বীকার করল যে এত ছোট্ট একটা প্রাণীও যে পশুর রাজাকে বাঁচাতে পারে, তা সে কখনো ভাবেনি। রানি ইঁদুর তাদের একটি রুপোলি শিস বাঁশি উপহার দিয়ে বললেন, "কখনো বিপদে পড়লে এটি বাজাবে, আমি চলে আসব।"

রানিকে বিদায় জানিয়ে চার বন্ধু আবার প্রফুল্ল মনে এমারেল্ড সিটির হলুদ ইটের রাস্তায় পা বাড়াল...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ৯মে অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১০: ফটকের প্রহরী
(The Guardian of the Gates)

মৌমাছি ও প্রজাপতির কলকাকলিতে ভরা সবুজ প্রান্তর পেরিয়ে বন্ধুরা আবার হলুদ ইটের রাস্তায় এগিয়ে চলল। চারপাশের প্রকৃতি এবার বদলে যেতে শুরু করেছিল। জমিগুলো ছিল সুবিন্যস্ত, আর ঘরবাড়িগুলোর রং নীল থেকে বদলে সবুজ হতে শুরু করেছিল। এমন দৃশ্য দেখে তারা বুঝল, তারা নিশ্চয়ই এমারেল্ড সিটির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

বিকেলের দিকে দূর দিগন্তে এক অপূর্ব সবুজ আভা ভেসে উঠল। আকাশের বুকে জ্বলজ্বল করছিল এমারেল্ড সিটির (Emerald City) সুবিশাল তোরণ ও ফটক। শহরের পুরো প্রাচীন দেয়ালটি উজ্জ্বল পান্না বা এমারেল্ড রত্ন দিয়ে তৈরি, যার ওপর বিকালের রোদ পড়ে চারপাশ সবুজ আলোয় ভরিয়ে দিচ্ছিল।

হলুদ ইটের রাস্তাটি তাদের সরাসরি নিয়ে গেল এমারেল্ড সিটির প্রধান তোরণের সামনে। ফটকটি ছিল সুবিশাল, আর তাতে বসানো হাজার হাজার সবুজ এমারেল্ড রত্ন ঝিকমিক করছিল। ডরথি দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিতেই এক তোরণ-প্রহরী বাইরে বেরিয়ে এলেন।

সেই ফটকের প্রহরী (Guardian of the Gates) ছিলেন ছোটখাটো গড়নের এক লোক। তাঁর পরনে ছিল সম্পূর্ণ সবুজ পোশাক এবং চোখে ছিল এক বড় চশমা। তিনি ডরথি ও তার সঙ্গীদের দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এমারেল্ড সিটিতে কী চাও?"

ডরথি বলল, "আমরা মহামান্য জাদুকর ওজ-এর সাথে দেখা করতে চাই।"

প্রহরী কিছুটা চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, "বহু বছর ধরে কেউ ওজ-এর মুখোমুখি হয়নি। তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও ভয়ংকর এক জাদুকর। তবে তোমরা যদি

তাঁর কাছে যেতে চাও, তবে তোমাদের অবশ্যই সবুজ চশমা (Green Spectacles) পরতে হবে।"

ডরথি কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন আমাদের চশমা পরতে হবে?"

প্রহরী উত্তর দিলেন, "এমারেল্ড সিটির উজ্জ্বলতা ও রত্নের আলো এতটাই তীব্র যে, চশমা ছাড়া ভেতরে ঢুকলে তোমাদের চোখ ধাঁধিয়ে চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যেতে পারে! এমনকি এই চশমাগুলো একটি বিশেষ চাবি দিয়ে তোমাদের মাথায় এমনভাবে লক করে দেওয়া হবে, যাতে তোমরা শহরের ভেতরে কোনোভাবেই চশমা খুলতে না পারো।"

এই বলে প্রহরী একটি বড় চামড়ার ব্যাক প্যাক থেকে চার জোড়া সবুজ কাচের চশমা বের করলেন। তিনি ডরথি, কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরিয়া এবং ভীরু সিংহ—সবার চোখে চশমা পরিয়ে পেছনে ছোট সোনালি চাবি দিয়ে লক করে দিলেন। এমনকি ছোট

কুকুর টো টোর জন্য একটি বিশেষ ছোট চশমা পরাতে ভোলেননি।

চশমা চোখে দেওয়ার সাথে সাথে চারপাশের সবকিছু—আকাশ, রাস্তা, ঘরবাড়ি, গাছপালা—সবকিছুই পরম মনোরম সবুজ রঙে ঢেকে গেল। প্রহরী তখন তাঁর বড় চাবিটি দিয়ে এমারেল্ড সিটির সুবিশাল সবুজ তোরণ খুলে দিলেন।

ডরথি ও তার সঙ্গীরা পা রাখল মহামান্য ওজ-এর সেই বিখ্যাত ও রহস্যময় এমারেল্ড সিটির ভেতরে...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ১০ম অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১১: ওজের চমৎকার এমারেল্ড সিটি
(The Wonderful Emerald City of Oz)

সবুজ চশমা চোখে দিয়ে এমারেল্ড সিটির তোরণ পার হতেই ডরথি এবং তার সঙ্গীদের চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল। রাস্তার মার্বেল পাথর থেকে শুরু করে প্রতিটি বাড়ি, দোকানপাট, রাস্তাঘরের ইট—সবকিছুই উজ্জ্বল পান্না দিয়ে খচিত এবং গাঢ় সবুজ রঙে ঝলমল করছিল। এমনকি সেখানকার অধিবাসীদের গায়ের পোশাক, টুপি, গহনা এবং গায়ের চামড়াও যেন হালকা সবুজ ছোঁয়া পেয়েছিল। দোকানে দোকানে সবুজ রঙের মিষ্টি, সবুজ রঙের লেমোনেড এবং সবুজ পোশাক বিক্রি হচ্ছিল।

ফটকের প্রহরী তাদের রাজপ্রাসাদের দিকে নিয়ে গেলেন। রাজপ্রাসাদের সামনে সবুজ ইউনিফর্ম পরা এক সেনাপতি দাঁড়িয়ে ছিলেন, যার লম্বা সবুজ দাড়ি ছিল। তিনি তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে রাজপ্রাসাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। প্রাসাদটির জমকালো রূপ ও কারুকাজ দেখে তারা অভিভূত হয়ে পড়ল।

তবে সেনাপতি জানালেন, "মহামান্য ওজ অত্যন্ত রহস্যময়। তিনি একবারে সবার সাথে দেখা করেন না। তিনি প্রতিদিন আলাদা আলাদা করে এক একজনকে তাঁর দরবারে ডাকবেন।"

প্রথম দিন ডাকা হলো **ডরথিকে**। সিংহাসন কক্ষে ঢুকে ডরথি দেখতে পেল ঘরের ঠিক মাঝখানে এক বিশাল সিংহাসনের ওপর ভেসে রয়েছে এক **বিশাল ও ভয়ংকর কাটা মাথা (A Giant Head)**! সেই মাথার কোনো শরীর, হাত বা পা ছিল না। রক্তমাংসের সেই বিশাল মাথাটি গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল, "আমি হলাম মহান ও ভয়ংকর ওজ! তুমি কেন আমার কাছে এসেছ?"

ডরথি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার ক্যানসাসে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছার কথা বলল। ওজ উত্তর দিলেন, "আমি তোমাকে ক্যানসাসে ফিরিয়ে দেব, তবে তার আগে তোমাকে আমার জন্য একটি কাজ করতে হবে। তোমাকে **পশ্চিমের দুষ্ট জাদুকরীকে (Wicked Witch of the West)** হত্যা করতে হবে!"

ডরথি কেঁদে উঠে বলল, "আমি তো কখনোই কাউকে হত্যা করিনি! আমি কীভাবে একজন জাদুকরীকে মারব?" কিন্তু ওজ অনড় রইলেন।

পরদিন ডাকা হলো **কাকতাড়ুয়াকে**। কিন্তু এবার সিংহাসনে কোনো কাটা মাথা ছিল না; সেখানে বসে ছিল এক **অপূর্ব সুন্দরী ডানাযুক্ত নারী (A Lovely Lady)**। কাকতাড়ুয়া মগজ চাইলে সে-ও একই শর্ত দিল—পশ্চিমের দুষ্ট জাদুকরীকে মারলে তবেই মগজ মিলবে।

তৃতীয় দিন **টিনের কাঠুরিয়া** সিংহাসন কক্ষে গিয়ে দেখল সেখানে বসে আছে এক **ভয়ংকর ও

বিশাল দানবীয় পশু (A Terrible Beast)**, যার গণ্ডারের মতো চামড়া আর পাঁচটা হাত-পা! সে কাঠুরিয়াকে হৃদয় দেওয়ার বদলে একই শর্ত দিল।

চতুর্থ দিন **ভীরু সিংহ** প্রবেশ করে সিংহাসনে দেখতে পেল এক **বিশাল আগুনের গোলা (A Ball of Fire)**, যা থেকে তীব্র উত্তাপ ও ধোঁয়া বের হচ্ছিল। আগুনের গোলাটি সিংহের কাছে সাহস দেওয়ার বিনিময়ে দুষ্ট জাদুকরীকে ধ্বংস করার একই শর্ত আরোপ করল।

চার বন্ধু প্রাসাদের বাইরে এসে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করে হতবাক হয়ে গেল! ওজ একেকজনের সামনে একেক রূপে দেখা দিয়েছেন, কিন্তু সবার কাছে শর্ত একটাই—পশ্চিমের দুষ্ট জাদুকরীর পতন।

অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল, নিজেদের মনের ইচ্ছা পূরণ করতে হলে তাদের পশ্চিমের অজানা ও

বিপজ্জনক দেশের দিকে রওনা দিতেই হবে এবং দুষ্ট জাদুকরীর মুখোমুখি হতে হবে...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ১১শ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১২: দুষ্ট জাদুকরীর সন্ধান (The Search for the Wicked Witch)

পরদিন সকালে ডরথি ও তার সঙ্গীরা পশ্চিমের উইঙ্কি দেশের (Winkie Country) উদ্দেশে রওনা দিল। সেখানে রাজত্ব করত পাপিষ্ঠ ও ভয়ংকর **পশ্চিমের দুষ্ট জাদুকরী (Wicked Witch of the West)**। পশ্চিমে যাওয়ার জন্য কোনো সুন্দর হলুদ ইটের রাস্তা ছিল না; সেখানে কেবলই ছিল ধূসর কঙ্করাকীর্ণ প্রান্তর আর বিশাল পাহাড়।

এদিকে দূর পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত নিজের দুর্গের ওপর থেকে সেই দুষ্ট জাদুকরীর কেবল একটি চোখই ছিল, কিন্তু সেটি চিলের মতো দূর পর্যন্ত দেখতে পেত। সে দেখতে পেল ডরথি এবং তার সঙ্গীরা তার রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এতে সে ভীষণ ক্ষিপ্ত হলো।

দুষ্ট জাদুকরী প্রথমে চল্লিশটি ভয়ংকর নেকড়ের এক পাল পাঠিয়ে দিল বন্ধুদের ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য। কিন্তু টিনের কাঠুরিয়া বীরত্বের সাথে নিজের কুড়াল চালিয়ে প্রতিটি নেকড়েকে এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। এরপর জাদুকরী পাঠাল একঝাঁক বিষাক্ত কাক, কিন্তু কাকতাড়ুয়া একে একে সবকটি কাকের ঘাড় মটকে দিল। এরপর পাঠানো একঝাঁক বিষাক্ত ভিমরুল কাঠুরিয়ার টিনের শরীরে হুল ফোটাতে গিয়ে নিজেদের হুল ভেঙে মারা পড়ল।

পরপর তিনবার ব্যর্থ হয়ে দুষ্ট জাদুকরী রেগে আগুন হয়ে তার সবচেয়ে বড় অলৌকিক শক্তি ব্যবহার করল। সে তার জাদুকরী **সোনালি টুপি (Golden Cap)** বের করল এবং মন্ত্র উচ্চারণ করে **ডানাওয়ালা বানরদের (Winged Monkeys)** বাহিনীকে ডেকে পাঠাল। এই ডানাওয়ালা বানরদের প্রতিবার সোনালি টুপি ব্যবহার করে তিনবার পর্যন্ত আদেশ মেনে চলতে বাধ্য করা যেত।

দানবাকৃতির উড়ান্ত বানরের দল আকাশে ডানা মেলে ধেয়ে এল। জাদুকরীর আদেশে তারা আকাশ থেকে নেমে এসে কাকতাড়ুয়াকে ছিঁড়ে তার ভেতরের সব খড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দিল। তারা টিনের কাঠুরিয়াকে শূন্যে তুলে উঁচু পাহাড়ের খাদের তলায় ফেলে দিল, যাতে তার শরীর চুরমার ও দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এরপর তারা বিশাল সিংহকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে দুর্গের আঙিনায় বন্দি করে রাখল, যাতে জাদুকরী তাকে দিয়ে পশুর মতো গাড়ি টানাতে পারে।

কিন্তু তারা ডরথি এবং ছোট টো টোকে কোনো আঘাত করতে পারল না। কারণ ডরথির কপালে উত্তরের দয়ালু জাদুকরীর সেই পবিত্র চুমুর আশীর্বাদের ছাপ জ্বলজ্বল করছিল। বানরদের নেতা বলল, "আমরা এই মেয়েটির কোনো ক্ষতি করতে পারব না, কারণ শুভ শক্তি ওকে রক্ষা করছে।" তারা ডরথিকে অক্ষত অবস্থায় জাদুকরীর দুর্গে বয়ে নিয়ে এল।

দুষ্ট জাদুকরী ডরথির কপালের সেই উজ্জ্বল ছাপ দেখে ভয় পেল, কিন্তু সে লোভী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল ডরথির পায়ে থাকা সেই জাদুকরী রুপোলি জুতো (Silver Shoes)। সে ভাবল, যেভাবেই হোক এই জুতো জোড়া মেয়েটির কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে। সে ডরথিকে দুর্গের রান্নাঘরের দাসী বানিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করাতে লাগল এবং ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। কিন্তু ডরথি সাহসী মনে কেঁদে কেঁদে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন দুষ্ট জাদুকরী এক চতুর ফন্দি আঁটল। সে ডরথিকে ফেলে দেওয়ার জন্য রান্নাঘরের মেঝেতে এক অদৃশ্য লোহার তার পেতে রাখল। ডরথি সেই তারে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেই তার এক পায়ের রুপোলি জুতোটি খুলে গেল। জাদুকরী দ্রুত ছাঁ মেরে সেই রুপোলি জুতোটি কুড়িয়ে নিয়ে ডরথির দিকে তাকিয়ে পৈশাচিক হাসিতে ফেটে পড়ল!

"এবার একটা জুতো আমার!" জাদুকরী খিলখিল করে হেসে উঠল, "খুব শিগগিরই আমি তোমার অন্য জুতোটাও কেড়ে নেব!"

ডরথি তীব্র ক্ষোভে ও রাগে ফেটে পড়ল। সে জাদুকরীর এমন চতুরতা সহ্য করতে পারল না। কাছেই এক বালতি পানি রাখা ছিল। ডরথি কিছু না ভেবেই সেই পুরো এক বালতি পানি জাদুকরীর দিকে ছুঁড়ে মারল!

পানি গায়ে লাগার সাথে সাথে ভয়ংকর এক ঘটনা ঘটল! দুষ্ট জাদুকরী ভয়ের চোটে বিকট চিৎকার করে উঠল, "ওহ না! পানি! তুমি কি জানো না পানি লাগলে আমি গলে যাই?"

ডরথির চোখের সামনেই সেই পাপিষ্ঠ দুষ্ট জাদুকরী বরফের মতো গলতে শুরু করল। তার পুরো শরীরটা তরল কাদার মতো গলে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল এবং দেখতে দেখতে সে এক তাল নোংরা কালো তরলে পরিণত হয়ে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল!

ডরথি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে তার প্রিয় রুপোলি জুতোটি কুড়িয়ে নিয়ে আবার পায়ে পরে নিল। দুষ্ট জাদুকরী আর নেই! উইঙ্কি দেশের বন্দি প্রজারা এবং তার বন্ধুরা এখন স্বাধীন!

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ১২শ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১৩: পুনরায় একত্র হওয়া / উদ্ধার (How the Four Were Reunited / The Rescue)

দুষ্ট জাদুকরী গলে এক তাল কালো কাদায় পরিণত হওয়ার পর ডরথি তড়িঘড়ি করে আঙিনায় ছুটে গেল এবং ভীরু সিংহকে আস্তাবলের লোহার শিকল কেটে মুক্ত করে দিল। সিংহটি বাঁধনমুক্ত হয়ে আনন্দে গর্জন করে উঠল এবং ডরথিকে জড়িয়ে ধরল।

"দুষ্ট জাদুকরী আর বেঁচে নেই!" ডরথি আনন্দে চিৎকার করে বলল, "আমি তার ওপর এক বালতি পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, আর সে সাথে সাথে গলে ছাই হয়ে গেল!"

এই কথা শুনে উইঙ্কি দেশের অধিবাসীরা (Winkies) আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। তারা দীর্ঘদিনের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে ডরথির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। ডরথি ও সিংহ তাদের বলল,

"তোমরা কি আমাদের বাকি দুই বন্ধু—টিনের কাঠুরিয়া ও কাকতাড়ুয়াকে খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারো?"

উইঙ্কিরা সানন্দে রাজি হলো। তারা পাহাড়ের খাদের তলায় গিয়ে টিনের কাঠুরিয়ার চুরমার হয়ে যাওয়া দুমড়ে-মুচড়ে থাকা শরীরটি উদ্ধার করে আনল। উইঙ্কিদের মধ্যে অত্যন্ত দক্ষ কয়েকজন কামার ও মেকানিক ছিল। তারা চমৎকার কাজ জানত। তারা টিনের কাঠুরিয়ার প্রতিটি অংশ নিখুঁতভাবে পিটিয়ে সোজা করল, নতুন টিন দিয়ে জোড়া লাগাল এবং তেল দিয়ে ঘষেমেজে একদম চকচকে নতুন বানিয়ে দিল! কাঠুরিয়া আবার নড়াচড়া করতে পেরে এবং তার কুড়াল উঁচিয়ে আনন্দে নাচতে লাগল।

এরপর তারা সবাই মিলে গিয়ে বনের গাছের ডালে আটকে থাকা কাকতাড়ুয়ার জামাকাপড় ও টুপি কুড়িয়ে আনল। উইঙ্কিরা নতুন তাজা খড় এনে কাকতাড়ুয়ার শরীরে ভালোভাবে গুজে দিল এবং তার মাথাটি আবার ধড়ের সাথে শক্ত করে লাগিয়ে দিল।

কাকতাড়ুয়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ পিটপিট করে আনন্দের সাথে সবাইকে ধন্যবাদ জানাল।

চার বন্ধু আবার আনন্দে মেতে উঠল এবং একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। মুক্ত উইঙ্কিরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ টিনের কাঠুরিয়াকে সোনার প্রলেপ দেওয়া এক চমৎকার কুড়াল উপহার দিল এবং ডরথিকে জাদুকরীর আলমারিতে থাকা সেই জাদুকরী **সোনালি টুপি (Golden Cap)**টি দিয়ে দিল, যদিও ডরথি তখনো জানত না সেই টুপির বিশেষ ক্ষমতা কী।

বিদায় জানানোর সময় উইঙ্কিরা টিনের কাঠুরিয়াকে অনুরোধ জানাল যেন সে এমারেল্ড সিটি থেকে ফিরে এসে তাদের দেশের রাজা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। কাঠুরিয়া সানন্দে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করল।

এরপর ডরথি, টো টো, কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরিয়া এবং ভীরু সিংহ পরম তৃপ্তি ও মহা আনন্দের সাথে এমারেল্ড সিটিতে মহামান্য ওজ-এর কাছে ফিরে

যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো, যাতে ওজ এবার তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ১৩শ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১৪: ডানাওয়ালা বানর (The Winged Monkeys)

এমারেল্ড সিটিতে ফিরে যাওয়ার দীর্ঘ পথ ধরে বন্ধুরা হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু কয়েকদিন হাঁটার পরও তারা বনের পথ হারিয়ে ফেলল। চারপাশের বিশাল প্রান্তর দেখে তারা বুঝতে পারছিল না কোন দিকে এমারেল্ড সিটি আর কোন দিকে হলুদ ইটের রাস্তা। ডরথির হাঁটার শক্তি হারিয়ে আসছিল, আর ভীরু সিংহও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

ডরথি তখন সেই **সোনালি টুপি (Golden Cap)**টির কথা মনে করল। উইঙ্কিদের প্রধান ডরথিকে বলেছিল এই টুপিটির ভেতরে বিশেষ কিছু জাদুকরী শ্লোক লেখা রয়েছে। টুপিটি উল্টে ডরথি ভেতরে লেখা মন্ত্রটি পড়তে শুরু করল—সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ডান কান স্পর্শ করে জাদুকরী বাক্যটি উচ্চারণ করল।

মুহূর্তের মধ্যে আকাশে গর্জন শুরু হলো এবং চারপাশের বাতাস ভার হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে ডানা মেলে বিশাল একঝাঁক **ডানাওয়ালা বানর (Winged Monkeys)** আকাশে ভেসে উঠল এবং তাদের সামনে এসে মাটিতে অবতরণ করল!

বানরদের সর্দার ডরথির সামনে মাথা নিচু করে বলল, "সোনালি টুপির অধিকারী আমাদের প্রভু! এটি আপনার প্রথম আহ্বান। আমাদের জন্য আপনার কী আদেশ?"

ডরথি বিস্ময়ে অবাক হয়ে বলল, "তোমরা কি আমাদের এমারেল্ড সিটিতে পৌঁছে দিতে পারবে? আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

"অবশ্যই!" বানরদের সর্দার বলল।

এরপর ডানাওয়ালা বানররা খুব যত্নের সাথে ডরথি, কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরিয়া এবং সিংহকে শূন্যে তুলে নিল। ডরথি ডানাওয়ালা বানরদের সর্দারের কাছে জানতে চাইল কেন তারা এই টুপির আদেশ মানতে

বাধ্য। বানরদের সর্দার তাদের অতীত ইতিহাস শোনাল—বহু বছর আগে এক অহংকারী জাদুকরীর অভিশাপে তারা এই সোনালি টুপির মালিকের তিন তিনটি আদেশ পালন করতে বাধ্য থাকে।

আকাশের ওপর দিয়ে মেঘ ভেসে চলায় বন্ধুদের দীর্ঘ যাত্রার সব ক্লান্তি নিমিষেই দূর হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডানাওয়ালা বানররা তাদের এমারেল্ড সিটির সুবিশাল সবুজ তোরণের সামনে পরম নিরাপদে নামিয়ে দিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

ফটকের প্রহরী আবার তাদের দেখে চমকে উঠলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন তারা হয়তো দুষ্ট জাদুকরীর হাতে মারা পড়েছে। তিনি দ্রুত তাদের চোখের সবুজ চশমাগুলো লক করে তোরণ খুলে দিলেন। চার বন্ধু রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল—ওজের প্রতিশ্রুত মগজ, হৃদয়, সাহস এবং ক্যানসাসে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা দাবি করার উদ্দেশ্যে...

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ১৪শ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১৫: ভয়ংকর ওজের আসল পরিচয়
(The Discovery of Oz the Terrible)

এমারেল্ড সিটিতে ফিরে এসে চার বন্ধু সরাসরি মহামান্য ওজের রাজপ্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলো। কিন্তু ওজ তাদের সাথে দেখা করতে রাজি হচ্ছিলেন না। কয়েক দিন ধরে অপেক্ষা করানোর পর কাকতাড়ুয়া ভয় দেখিয়ে বলল, তারা যদি এখনই ওজের দেখা না পায়, তবে তারা আবার ডানাওয়ালা বানরদের ডেকে ওজকে শিক্ষা দেবে। এই কথা শুনে ভয়ে ওজ তাদের পরের দিনই সিংহাসন কক্ষে দেখা করার অনুমতি দিলেন।

পরদিন সকালে ডরথি, কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরিয়া, ভীরু সিংহ এবং ছোট টো টো সিংহাসন কক্ষে প্রবেশ করল। কিন্তু সেখানে কোনো কাটা মাথা,

সুন্দরী নারী, ভয়ংকর পশু কিংবা আগুনের গোলা কিছুই ছিল না! ঘরটা ছিল একদম ফাঁকা।

হঠাৎ ছাদ থেকে এক অদৃশ্য গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আমি হলাম মহান ও ভয়ংকর ওজ! তোমরা কেন এসেছ?"

ডরথি বলল, "আমরা আপনার শর্ত পূরণ করেছি। পশ্চিমের দুষ্ট জাদুকরী গলে মারা গেছে। এখন আপনার দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের মগজ, হৃদয়, সাহস এবং ক্যানসাসে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন!"

অদৃশ্য কণ্ঠস্বরটি থতমতো খেয়ে বলল, "তোমরা কিছু দিন অপেক্ষা করো, আমি ভেবে দেখি..."

এই কথা শুনে ভীরু সিংহ রেগে গিয়ে এক বিকট গর্জন করে উঠল! সিংহের গর্জন শুনে ভয় পেয়ে ছোট টো টো লাফিয়ে গিয়ে সিংহাসনের কোণায় টাঙানো এক রেশমি পর্দার পেছনে গিয়ে ধাক্কা মারল। আর সাথে সাথেই পর্দাটি মাটিতে খসে পড়ল!

পর্দার পেছনে ডরথি ও তার সঙ্গীরা যা দেখল, তাতে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল! সিংহাসনের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ছোটখাটো ও টাক মাথার বৃদ্ধ লোক! তাঁর সামনে রাখা ছিল নানারকম যান্ত্রিক চাকা, লিভার, ধোঁয়া তৈরির যন্ত্র আর মুখের স্বর বদলানোর মাইক। এতদিন ধরে তারা যেসব অলৌকিক দৃশ্য দেখেছিল, তা ছিল কেবল এই বৃদ্ধের সাজানো কিছু যান্ত্রিক ধোঁকাবাজি!

টিনের কাঠুরিয়া রেগে কুড়াল উঁচিয়ে বলল, "আপনি কে?"

বৃদ্ধ লোকটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে বললেন, "দয়া করে আমাকে আঘাত করবেন না! আমি হলাম ওজ... তবে কোনো মহামান্য জাদুকর নই, আমি কেবল এক সাধারণ ভণ্ড ও ধোঁকাবাজ (Humbug)!"

ডরথি হতবাক হয়ে বলল, "আপনি জাদুকর নন? তবে আপনি ভেসে থাকা বিশাল মাথা, সুন্দরী নারী আর আগুনের গোলা তৈরি করেছিলেন কীভাবে?"

বৃদ্ধ লোকটি লজ্জিত হয়ে সব সত্যি প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে তিনি আমেরিকার ওমাহা (Omaha) শহরের অধিবাসী ছিলেন। মেলায় এক বিশাল বেলুন চালিয়ে আকাশে উড়তে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রবল বাতাসে ভেসে ওজ দেশে এসে পড়েছিলেন। এখানকার মানুষজন তাঁর বেলুন আর পোশাক দেখে তাঁকে বড় জাদুকর মনে করে ভয় পেতে শুরু করে। তিনি এমারেল্ড সিটি তৈরি করান এবং সবাইকে এই সবুজ চশমা পরিয়ে দেন যাতে সাধারণ কাচকেও সব পান্না বলে মনে হয়!

"তাহলে আপনি একটি চরম মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড!" কাকতাড়ুয়া ক্ষুব্ধ হয়ে বলল।

"হ্যাঁ," বৃদ্ধ লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, "আমি সত্যিই জাদুকর হিসেবে খুব বাজে লোক, তবে মানুষ হিসেবে

আমি অত খারাপ নই। তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি আমার সাধ্যমতো তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করব।"

ওজের অলৌকিক শক্তির আসল রূপ উন্মোচিত হলেও বন্ধুদের মনের আশা তখনো অপূরণীয় রয়ে গেল, কিন্তু বৃদ্ধ ওজ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি অন্তত কিছু একটা উপায় বের করবেনই...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ১৫শ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১৬: মহান ভণ্ড জাদুকরের অলৌকিক কৌশল (The Magic Art of the Great Humbug)

পরদিন সকালে ওজ একে একে সবাইকে তাঁর গোপন কক্ষে ডেকে পাঠালেন তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী উপহার দিতে। যদিও তিনি আসল জাদুকর ছিলেন না, তবুও নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বন্ধুদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রথমেই এলেন **কাকতাড়ুয়া**। ওজ তাঁর মাথাটি খুলে ভেতরের খড় কিছুটা বের করে আনলেন। এরপর তিনি তুষের সাথে প্রচুর পিন ও সূঁচ মিশিয়ে কাকতাড়ুয়ার মাথার ভেতরে ভরে দিয়ে মাথাটি আবার আটকে দিলেন। ওজ বললেন, "এখন তোমার মাথায় পিন ও সূঁচের মতোই তীক্ষ্ণ মগজ (Brain)

রয়েছে!" কাকতাড়ুয়া ভীষণ খুশি হয়ে অনুভব করল যে সে সত্যিই বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে!

এরপর এলেন **টিনের কাঠুরিয়া**। ওজ তার টিনের বুকের বাম পাশে একটি সুন্দর ফাঁকা জায়গা কেটে সেখানে রেশমি কাপড়ের তৈরি লাল টকটকে একটি হৃদয় (Heart) বসিয়ে দিলেন, যা তুষে ঠাসা ছিল। ওজ বললেন, "এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও দয়ালু এক হৃদয়।" টিনের কাঠুরিয়া আনন্দে আত্মহারা হয়ে ধন্যবাদ জানাল।

এরপর ডাক পড়ল **ভীরু সিংহের**। ওজ এক সবুজ বর্গাকার পাত্র থেকে তরল এক পানীয় বের করে এক কাচের পাত্রে ঢেলে দিলেন। সিংহকে সেটি পান করতে দিয়ে ওজ বললেন, "এটিই হলো সাহসের সুধা (Courage)। এটি তোমার ভেতরে গিয়ে রক্তে মিশে গেছে।" সিংহ ঢকঢক করে পুরোটা গিলে ফেলল এবং সাথে সাথেই নিজের ভেতরে নতুন এক বীরত্ব ও আত্মবিশ্বাস অনুভব করল!

ওজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন, মানুষ যে জিনিসগুলো নিজের ভেতরে আগেই ধারণ করে থাকে, সেগুলো বিশ্বাস করানোর জন্য কেবল সামান্য অনুভূতির প্রয়োজন হয়। তবে আসল সমস্যা রয়ে গেল ডরথিকে নিয়ে—কারণ ডরথিকে ক্যানসাসে ফেরাতে কোনো সাধারণ চালাকি কাজ করবে না!

ওজ ডরথিকে ডেকে বললেন, "তোমাকে দেশে ফেরানোর একটাই পথ খোলা আছে—আমাদের আকাশে উড়ন্ত হট এয়ার বেলুন (Hot Air Balloon) বানিয়ে ক্যানসাসের দিকে রওনা হতে হবে!"

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ১৬শ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১৭: উড্ডয়ন পর্ব (How the Balloon Was Launched)

ওজ এবং ডরথি মিলে রাজপ্রাসাদের সুতি কাপড় দিয়ে এক বিশাল হট এয়ার বেলুন (Hot Air Balloon) তৈরি করলেন। ওজ সেই রেশমি কাপড়ে আঠা লাগিয়ে পুরো বেলুনটিকে বায়ুরোধী বানিয়ে তুললেন। বেলুনটির নিচে একটি বড় কাঠের ঝুড়ি শক্ত লতা ও দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

বেলুনটি প্রস্তুত হওয়ার পর এমারেল্ড সিটির রাজপ্রাসাদের সামনের আঙিনায় বিশাল লোকসমাগম হলো। সব অধিবাসীরা ওজ এবং ডরথিকে বিদায় জানাতে জড়ো হয়েছিল। যাওয়ার আগে ওজ ঘোষণা দিলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে বিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণ মগজের অধিকারী **কাকতাড়ুয়া** এমারেল্ড সিটির নতুন শাসক হিসেবে রাজত্ব করবে!

ঝুড়ির নিচে আগুন জ্বালিয়ে বেলুনের ভেতরে গরম বাতাস ভরা হলো। বেলুনটি হালকা হয়ে শূন্যে উড়তে শুরু করার ঠিক মুহূর্তেই ওজ দ্রুত ঝুড়ির ভেতরে উঠে বসলেন এবং ডরথিকে ডাক দিলেন, "তাড়াতাড়ি এসো ডরথি! নতুবা বেলুন ভেসে চলে যাবে!"

ডরথি তার ছোট কুকুর টো টোকে নিয়ে ঝুড়ির দিকে এক লাফে যেতেই হঠাৎ টো টো ভিড়ের মধ্যে একটা বেড়ালকে তাড়া করতে গিয়ে ডরথির হাত থেকে ছুটে পালিয়ে গেল! ডরথি টো টোকে কুড়িয়ে আনতে ভিড়ের ভেতরে দৌড়ে গেল।

ততক্ষণে বেলুনটি ধরে রাখা শেষ রসিটিও ছিঁড়ে গেল। ওজ চিৎকার করে ডরথিকে আসতে বললেন, কিন্তু বেলুনটি হু হু করে বাতাসের টানে আকাশের উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে গেল। বৃদ্ধ ওজ একা বেলুনে ভেসে ক্যানসাসের দিকে (কিংবা অচেনা কোনো স্থানে) চলে গেলেন, আর ডরথি কান্নাভেজা চোখে রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে টো টোকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

ডরথি আবার হতাশ হয়ে পড়ল—এমারেল্ড সিটির পরম বন্ধু ওজ চলে গেলেন, অথচ সে তার স্বপ্নের ক্যানসাসের বাড়ি ফিরে যেতে পারল না...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ১৭শ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১৮: দক্ষিণের উদ্দেশে যাত্রা (Away to the South)

ওজ বেলুনে চড়ে চলে যাওয়ার পর ডরথি কষ্টে কান্নাকাটি করতে লাগল। তার বন্ধুরা তাকে সান্ত্বনা দিল। নতুন শাসক কাকতাড়ুয়া বলল, "আমি এখন এমারেল্ড সিটির শাসক হলেও ডরথিকে ক্যানসাসে না ফেরাতে পারলে আমার এই মগজ আর রাজত্বের কোনো মূল্যই নেই।"

তারা রাজপ্রাসাদের সেনাপতি ও প্রহরীদের ডেকে পরামর্শ চাইল। সবুজ দাড়িওয়ালা সেনাপতি তখন একটি বুদ্ধি দিলেন, "দক্ষিণ দেশের ভালো জাদুকরী **গ্লিন্ডা (Glinda, the Good Witch of the South)** অত্যন্ত দয়ালু এবং শক্তিশালী জাদুকরী। তিনি কোয়াডলিং (Quadlings) দেশে বাস করেন। তিনি নিশ্চয়ই ডরথিকে ক্যানসাসে ফেরানোর কোনো উপায় জানেন।"

ডরথি আশার আলো ফিরে পেল। সে ঠিক করল দক্ষিণের দেশে যাবে। কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরিয়া এবং ভীরু সিংহ একবাক্যে জানিয়ে দিল যে তারা তাদের নতুন রাজ্য ও পদ ছেড়ে ডরথির সাথে এই যাত্রায় যাবে এবং তাকে নিরাপদে পৌঁছে দেবে।

পরদিন সকালে ডরথি তার সোনালি টুপিটি মাথায় দিল এবং চার বন্ধু মিলে এমারেল্ড সিটির অধিবাসীদের বিদায় জানিয়ে দক্ষিণ দেশের দিকে রওনা হলো। এবার তারা অজানা ও নতুন এক অভিযানের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ১৮শ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ১৯: লড়াকু বৃক্ষদের আক্রমণ (Attacked by the Fighting Trees)

দক্ষিণ দেশের উদ্দেশ্যে চার বন্ধু আবার যাত্রা শুরু করল। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা চমৎকার এক ঘন বনে এসে উপস্থিত হলো। বনের শুরুতেই দাঁড়িয়ে ছিল বেশ কিছু বিশাল ও প্রাচীন ওক গাছ।

কাকতাড়ুয়া যখন একটি গাছের নিচ দিয়ে হেটে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই গাছের শক্তিশালী ডালপালা সাপের মতো জড়িয়ে ধরে তাকে শূন্যে তুলে আছাড় মেরে পেছনে ছুড়ে ফেলে দিল! কাকতাড়ুয়া মাটিতে পড়ে অবাক হয়ে গেল।

টিনের কাঠুরিয়া এগিয়ে গিয়ে বলল, "দেখা যাক গাছটি আমার সাথে কী করে!" সে গাছের দিকে এগোতেই ডালটি আবার ধেয়ে এল, কিন্তু কাঠুরিয়া কুড়াল উঁচিয়ে এক কোপে সেই ডালটি কেটে দু-

টুকরো করে দিল। ডাল কাটার পর গাছটি যন্ত্রণায় কুকড়ে উঠেই ডালপালা গুটিয়ে নিল এবং শান্ত হয়ে গেল। এরা ছিল জাদুকরী লড়াকু গাছ (Fighting Trees), যা বনের প্রবেশদ্বার পাহারা দিত।

কাটা ডালের পাশ দিয়ে তারা খুব সাবধানে লড়াকু গাছদের সীমা পার হয়ে বনের ভেতরে প্রবেশ করল। সেখানে বনটি ছিল অত্যন্ত নীরব ও শান্ত। কিছু দূর এগোতেই হঠাৎ তাদের পথ আটকে দাঁড়াল এক বিশাল সাদা চিনামাটির (Porcelain) তৈরি প্রাচীর, যা দেখতে ছিল একদম মসৃণ ও উঁচু!

প্রাচীরটি এতই উঁচু ও মসৃণ ছিল যে তা টপকে যাওয়া অসম্ভব মনে হচ্ছিল। কাকতাড়ুয়া তখন পরামর্শ দিল যে কাঠুরিয়া কাঠ দিয়ে একটি ছোট মই বানিয়ে দিতে পারে, যা দিয়ে তারা এই দেয়ালটি টপকাতে পারবে। টিনের কাঠুরিয়া চটজলদি বনের ডালপালা কেটে চমৎকার একটি মই বানিয়ে ফেলল।

মই বেয়ে তারা সবাই একে একে প্রাচীরের ওপর উঠে দাঁড়াল। প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে নিচে তাকাতেই তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল—এক অদ্ভুত ও চমৎকার পৃথিবীর দৃশ্য ফুটে উঠল তাদের চোখের সামনে...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ১৯শ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ২০: চমৎকার চিনামাটির দেশ (The Dainty China Country)

প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে নিচে তাকাতেই চার বন্ধু এক রূপকথার মতো অবিশ্বাস্য জগৎ দেখতে পেল। সেখানে পুরো মেঝেই ধবধবে সাদা ও মসৃণ চিনামাটির (China Porcelain) তৈরি। ছোট ছোট বাড়িঘর, গির্জা, বেড়া এবং গাছপালা—সবকিছুই চীনামাটির এবং তাতে চমৎকার সব উজ্জ্বল রঙে নকশা আঁকা!

সেখানকার অধিবাসীরাও ছিল সম্পূর্ণ চিনামাটির তৈরি ছোট ছোট পুতুলের মতো। রাজকুমারী, রাখাল বালক, দুধওয়ালি নারী থেকে শুরু করে ছোট ছোট গরু-ভেড়া ও রাজহাঁস—সবই ছিল পরম কারুকাজময় চিনামাটির তৈরি। তারা চলাফেরা করতে গিয়ে পা ফেলতেই টুংটাং করে এক মিষ্টি সুর ভেসে উঠছিল।

ডরথি ও তার সঙ্গীরা মই দিয়ে সাবধানে সেই চিনামাটির দেশে নেমে এল। কিন্তু নামার সময়ই বিপত্তি ঘটল! ভীরু সিংহের লেজের এক ধাক্কায় চমৎকার এক চিনামাটির দুধওয়ালি মেয়ের পাত্রের হাতল ভেঙে গেল এবং তার ছোট চিনামাটির গরুটির এক পা ভেঙে গেল! মেয়েটি কেঁদে উঠে বলল, "ওহ! এখন আমাকে মেকানিকের কাছে গিয়ে আঠা দিয়ে পা জোড়া লাগাতে হবে! জোড়া লাগলেও আমার সৌন্দর্য চিরতরে নষ্ট হয়ে গেল।"

ডরথি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করল। তারা পথে দেখতে পেল এক অপরূপা চিনামাটির রাজকুমারী (China Princess)। ডরথি তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে ক্যানসাসে নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

চিনামাটির রাজকুমারী ভীতিভরা কণ্ঠে বলল, "দয়া করে আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবেন না! আমরা আমাদের এই চিনামাটির রাজ্যে স্ট্যান্ডের ওপর শান্তিতে দাঁড়িয়ে থাকলে শত শত বছর বেঁচে থাকি।

কিন্তু এখান থেকে কেউ আমাদের অন্য দেশে নিয়ে গেলেই আমরা হাত থেকে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যাই, আর আমাদের কোনো জীবন থাকে না!"

রাজকুমারীর কথা শুনে ডরথি পরম সহানুভূতির সাথে তাকে বিদায় জানাল এবং বুঝতে পারল যার যা নিজ স্থান, সেখানেই সে মানায়। কোনো চিনামাটির ভাস্কর্য না ভেঙে তারা অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলে হেঁটে গিয়ে চিনামাটির দেশের অন্য প্রান্তের প্রাচীরে পৌঁছাল।

মই বেয়ে প্রাচীর পার হয়ে তারা আবার দক্ষিণ দেশের মূল প্রান্তরে নেমে এল এবং গ্লিন্ডার প্রাসাদের খোঁজে সামনের দিকে হেঁটে চলল...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ২০শ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ২১: সিংহ কীভাবে পশুকুলপতি হলো
(The Lion Becomes the King of Beasts)

চিনামাটির দেশ পার হয়ে বন্ধুরা এক প্রাচীন ও বিশাল গভীর বনে এসে পৌঁছাল। সেখানে গাছগাছালিগুলো ছিল বিশাল আকৃতির, আর চারপাশটা ছিল থমথমে নিস্তব্ধ। হাঁটতে হাঁটতে তারা বনের গভীরে বিভিন্ন পশুপাখির এক বিশাল সভা দেখতে পেল।

সিংহকে দেখতে পেয়ে বনের সব পশু তার কাছে এগিয়ে এল। এক প্রবীণ বাঘ সিংহকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "হে মহাসম্ভ্রান্ত সিংহ! আমাদের রক্ষা করুন! এই বনে এক ভয়ংকর রাক্ষুসে মাকড়সা (Giant Spider) এসে উপদ্রব শুরু করেছে। অতিকায় সেই দানবটি হাতির চেয়েও বিশাল এবং তার

আটটি ধারালো পা দিয়ে সে বনের পশুদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলছে! আমরা কেউ তার সাথে পেরে উঠছি না। আপনি যদি সেই দানবকে হত্যা করে আমাদের রক্ষা করেন, তবে আমরা সবাই আপনাকে এই গভীর বনের রাজা (King of Beasts) হিসেবে মেনে নেব।"

ভীরু সিংহ তার অন্তরে নতুন জেগে ওঠা সাহসের কথা স্মরণ করল। সে বলল, "তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, আমি এখনই সেই দানবকে ধ্বংস করতে যাচ্ছি।"

সিংহটি বনের গভীরে গিয়ে সেই ভয়ংকর অতিকায় মাকড়সাটিকে খুঁজে বের করল। দানবটি তখন ঘুমিয়ে ছিল। সিংহ তার ওপর এক বিকট লাফ দিয়ে তার ধারালো থাবা দিয়ে মাকড়সাটির সরু ঘাড়টি এক কোপে মটকে দিল! মুহূর্তের মধ্যেই অতিকায় দানব মাকড়সাটি নিস্তেজ হয়ে মারা পড়ল।

বনের সমস্ত পশুপাখি মহা আনন্দে গর্জন করে উঠল এবং ভীরু সিংহকে বনের রাজমুকুট পরিয়ে

আনুষ্ঠানিকভাবে পশুকুলপতি (King of Beasts) হিসেবে স্বীকার করে নিল। সিংহ ডরথিকে কথা দিল, সে ডরথিকে দক্ষিণ দেশের সীমান্তে পৌঁছে দিয়েই এই বনে ফিরে আসবে এবং রাজা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করবে।

এরপর চার বন্ধু আবার প্রফুল্ল চিত্তে দক্ষিণের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে চলল...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ২১শ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ২২: কোয়াডলিং দেশ (The Country of the Quadlings)

বনের সীমানা পেরিয়ে চার বন্ধু এক খাড়া পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছাল। পাহাড়টি অতিক্রম করে ওপারে কোয়াডলিং (Quadling Country) দেশে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। কিন্তু তারা পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করতেই পাহাড়ে বসবাসকারী অদ্ভুত ও হিংস্র এক জাতি তাদের পথ আটকে দাঁড়াল।

এদের বলা হতো 'হাতুড়ি-মাথা' জাতি বা হ্যামার-হেডস (Hammer-Heads)। এদের কোনো হাত ছিল না, তবে এদের ঘাড়গুলো রাবারের মতো লম্বা ও স্থিতিস্থাপক ছিল এবং শক্ত সমতল মাথা দিয়ে তারা হাতুড়ির মতো আঘাত করতে পারত। কাকতাড়ুয়া যেই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার জন্য পা বাড়াল, অমনি এক হ্যামার-হেড তার লম্বা ঘাড় বাড়িয়ে দিয়ে হাতুড়ির মতো

মাথা দিয়ে আঘাত করে কাকতাড়ুয়াকে পাহাড়ের নিচে গড়িয়ে ফেলে দিল!

টিনের কাঠুরিয়া ও ভীরু সিংহ চেষ্টা করতে গিয়ে একই বিপদে পড়ল। হাতুড়ি-মাথাদের বাধা ডিঙিয়ে পাহাড় পার হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল।

ডরথি তখন তার কাছে থাকা **সোনালি টুপি (Golden Cap)**টির কথা স্মরণ করল। এটি ছিল সোনালি টুপি ব্যবহার করার তার শেষ ও তৃতীয় সুযোগ! ডরথি টুপিটি উল্টে মন্ত্র উচ্চারণ করে ডানাওয়ালা বানরদের (Winged Monkeys) বাহিনীকে ডেকে পাঠাল।

বানরদের সর্দার মাটি ছুঁয়ে নামতেই ডরথি আদেশ দিল, "আমাদের এই হাতুড়ি-মাথাদের পাহাড় অতিক্রম করিয়ে ওপারে কোয়াডলিং দেশে পৌঁছে দাও।"

ডানাওয়ালা বানররা সাথে সাথে ডরথি, কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরিয়া এবং ভীরু সিংহকে কাঁধে তুলে হাতুড়ি-মাথাদের পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে

নিরাপদে কোয়াডলিং দেশের সীমানায় নামিয়ে দিল। এরপর তাদের তৃতীয় ও শেষ আদেশ পূর্ণ হওয়ায় সোনালি টুপির জাদু চিরতরে নিঃশেষ হয়ে গেল এবং বানররা বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

কোয়াডলিং দেশে পৌঁছে তারা দেখতে পেল চারপাশের সবকিছু সুন্দর ও গাঢ় লাল রঙে সাজানো। সেখানকার ঘরবাড়ি, পোশাক এবং বেড়াগুলো ছিল লাল রঙের। সেখানকার অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত বিনয়ী ও অতিথি পরায়ণ। তারা চার বন্ধুকে সুস্বাদু খাবার খাইয়ে আপ্যায়ন করল।

অবশেষে ডরথি এবং তার সঙ্গীরা পৌঁছাল দক্ষিণের দয়ালু ও পরম সুন্দরী জাদুকরী **গ্লিন্ডা (Glinda)**-র লাল মাণিক্য খচিত অপূর্ব সুন্দর রাজপ্রাসাদে...

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ২২শ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ২৩: গ্লিন্ডা কীভাবে ডরথির মনের আশা পূরণ করল (Glinda Grants Dorothy's Wish)

দক্ষিণের দয়ালু ও পরম সুন্দরী জাদুকরী **গ্লিন্ডা (Glinda)** তাঁর লাল মাণিক্য খচিত রাজপ্রাসাদে চার বন্ধুকে পরম স্নেহ ও সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানালেন। গ্লিন্ডার চুল ছিল লালচে সোনালি এবং তাঁর পরনে ছিল ধবধবে সাদা রেশমি পোশাক।

গ্লিন্ডা ডরথির মাথায় থাকা সোনালি টুপিটি দেখে সেটি চেয়ে নিলেন। ডরথি সানন্দে টুপিটি তাঁকে দিয়ে দিল। গ্লিন্ডা বললেন, "আমি এই সোনালি টুপি ব্যবহার করে ডানাওয়ালা বানরদের মাধ্যমে তোমার বন্ধুদের যার যার গন্তব্যে ফিরিয়ে দেব।"

গ্লিন্ডা প্রথমে প্রথম আদেশ দিয়ে ডানাওয়ালা বানরদের ডাকলেন এবং **কাকতাড়ুয়াকে**

এমারেল্ড সিটিতে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, যাতে সে এমারেল্ড সিটির নতুন রাজা হিসেবে শাসনভার পরিচালনা করতে পারে।

দ্বিতীয় আদেশে তিনি **টিনের কাঠুরিয়াকে** পশ্চিমের উইঙ্কিদের দেশে পৌঁছে দিলেন, যাতে সে সেখানকার প্রজাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উইঙ্কি দেশের রাজা হতে পারে।

তৃতীয় আদেশে তিনি **ভীরু সিংহকে** সেই গভীর বনে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, যাতে সে সমস্ত পশুপাখির রাজা (King of Beasts) হিসেবে সিংহাসনে বসতে পারে।

তিন বন্ধুর স্থায়ী গন্তব্য সুনিশ্চিত করার পর গ্লিন্ডা সোনালি টুপিটি ডানাওয়ালা বানরদের সর্দারের হাতে তুলে দিয়ে তাদের দাসত্ব থেকে চিরতরে স্বাধীন ও মুক্ত করে দিলেন। বানররা আনন্দে গ্লিন্ডাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাল।

এরপর গ্লিন্ডা ডরথির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "আমার প্রিয় ডরথি! তোমাকে ক্যানসাসে ফেরানোর ক্ষমতা তো প্রথম দিন থেকেই তোমার নিজের পায়ের রূপোলি জুতোতেই (Silver Shoes) লুকিয়ে ছিল!"

ডরথি অবাক হয়ে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ," গ্লিন্ডা বললেন, "তুমি যদি তোমার রূপোলি জুতোর গোড়ালি দুটি একসাথে তিনবার ঠুকে নির্দেশ দাও তুমি কোথায় যেতে চাও, তবে এই জুতো জোড়া তোমাকে এক নিমেষে সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

ডরথি তার পরম প্রিয় বন্ধুদের পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে বিদায় জানাল। কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরিয়া এবং ভীরু সিংহ তাদের চোখ মুছে ডরথিকে বিদায় দিল। ডরথি ছোট কুকুর টো টোকে কোলে তুলে নিল...

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ২৩শ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)

অধ্যায় ২৪: পুনরায় ক্যানসাসের নিজ বাড়িতে
(Home Again)

ডরথি পরম ভালোবাসায় তার ছোট কুকুর টো টোকে কোলে চেপে ধরল। সে পরম ভালোবাসায় তার রূপোলি জুতো (Silver Shoes) দুটির গোড়ালি একে অপরের সাথে তিনবার ঠুকে স্পষ্ট কণ্ঠে আদেশ দিল:

"আমাকে এখনই ক্যানসাসের কাকিমা এম-এর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চলো!"

মুহূর্তের মধ্যেই বাতাসের গর্জন শুরু হলো! রূপোলি জুতোর জাদুকরী স্পর্শে ডরথি আকাশে শূন্যে ভেসে উঠল। বাতাস তাকে ঘূর্ণির মতো এত দ্রুত উঁচুতে নিয়ে চলল যে চারপাশের সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল। বাতাস তাকে পরম সুখে ভাসিয়ে নিয়ে চলল রূপকথার ওজ দেশ ছেড়ে বহু দূরে...

ডরথি তিনবার ডিগবাজি খাওয়ার অভিজ্ঞতা অনুভব করল। কিন্তু হঠাৎ করেই বাতাস শান্ত হয়ে গেল, আর ডরথি দেখতে পেল সে ক্যানসাসের এক বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসের প্রান্তরে বসে রয়েছে!

সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। তার চোখের সামনেই দৃশ্যমান কাকা হেনরির নতুন বানানো সুন্দর কাঠের বাড়িটি, যা ঘূর্ণিঝড়ে পুরনো বাড়িটি উড়ে যাওয়ার পর কাকা হেনরি তৈরি করেছেন। আর কিছুটা দূরেই মাঠে কাজ করছেন কাকা হেনরি!

ডরথি তার পায়ের দিকে তাকাতেই দেখল, আকাশে ওড়ার সেই প্রবল গতিতে জাদুকরী রূপোলি জুতো দুটি তার পা থেকে খসে পড়ে মরুভূমির কোথাও চিরতরে হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাতে ডরথির সামান্যতম আক্ষেপ হলো না, কারণ সে তার পরম ভালোবাসার ঘরে ফিরে এসেছে!

এমন সময় নতুন বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে কাকিমা এম গামছা দিয়ে থালা-বাসন মুছছিলেন। ডরথি ও টো

টোকে মেঠো পথ ধরে দৌড়ে আসতে দেখেই কাকিমা এম হাত থেকে পাত্র ফেলে দিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন!

"ওহ আমার সোনা ডরথি!" কাকিমা এম ডরথিকে বুকে জড়িয়ে পরম মমতায় চুমু খেয়ে বলতে লাগলেন, "তুমি কোথা থেকে এলে, আমার বাচ্চা? আমরা তো ভেবেছিলাম তুমি মারা গিয়েছ!"

ডরথি কাকিমা এম-এর গলায় দু-হাত জড়িয়ে ধরে মিষ্টি হেসে বলল, "আমি রূপকথার অদ্ভুত সুন্দর ওজ দেশ থেকে ফিরে এসেছি, কাকিমা! তবে দুনিয়ার যেখানেই যাই না কেন, নিজের বাড়ি ক্যানসাসের চেয়ে সুন্দর আর কোনো জায়গা হতে পারে না!"

— সমাপ্ত —

---

* এল. ফ্র্যাঙ্ক বম রচিত মূল 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটির ২৪শ (সর্বশেষ) অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ ও পরিবেশনায়: ক্যাটালগ (www.catalog.com.bd)